**** দা'ওয়াতে ইসলামীর যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজ, মাদানী কাজের হাদফ, মাদানী কাজের পদ্ধতি, মাদানী কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্বলিত রং-বেরঙের মাদানী ফুল দ্বারা সমৃদ্ধ মাদানী পুষ্পধারা ****

১২টি মাদানী কাজ

উপস্থাপনায় : মারকাযী মজলীশে শূরা
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	যিম্মাদাররা ইজতিমায় কিভাবে অংশগ্রহণ করবে?	৪২
নেকীর দাওয়াতের মাদানী সফর	৩		
ইনফিরাদী কৌশিশের ফলাফল	৫	সাপ্তাহিক ইজতিমাকে মজবুত করার মাদানী ফুল	৪৩
দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী সফর	৭		
সর্বপ্রথম মাদানী কাজ	৯	সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জাদওয়াল	৪৫
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক অবস্থা	১০		
যেলী হাল্কা কাকে বলে?	১০	(৭) ছুটির দিনে ইতিকাফ	৪৬
যেলী হাল্কা মুশাওয়ারাত	১১	ছুটির দিনে ইতিকাফের মাদানী ফুল	৪৬
যেলী হালকার মারকায	১১	(৮) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা	৪৭
মসজিদ আবাদ করার গুরুত্ব	১২	(৯) সাপ্তাহিক ক্যাসেট ইজতিমা	৪৮
দা'ওয়াতে ইসলামী মসজিদ ভরো সংগঠন কিন্তু কিভাবে?	১৩	(১০) এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত	৪৯
১২টি মাদানী কাজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	১৬	আত্তারের দোয়া	৫২
দৈনন্দিন পাঁচটি মাদানী কাজ	১৮	মাসিক দুইটি মাদানী কাজ	৫৩
(১) সদায়ে মদীনা	১৮	(১১) মাদানী কাফেলা	৫৩
সদায়ে মদীনার কিছু মাদানী ফুল	২১	মাদানী কাফেলার ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী	৫৫
গলিতে সদায়ে মদীনায়ে দেওয়ার পদ্ধতি	২২		
(২) ফজরের পর মাদানী হাল্কা	২৩	আত্তারের দোয়া	৫৭
(৩) মসজিদ দরস	২৬	(১২) মাদানী ইনআমাত	৫৭
মসজিদ দরসের ২১টি মাদানী ফুল	২৭	মাদানী ইনআমাতের ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী	৫৮
মসজিদ দরস দেওয়ার উদ্দেশ্য	৩০		
মাদানী দরস দেওয়ার পদ্ধতি	৩২	নাচ রং এবং মদ্যপানে অভ্যস্থ	৫৯
দরসের শেষে এইভাবে উৎসাহিত করুন	৩৩	স্থায়ী সাপ্তাহিক জাদওয়াল	৬২
		মাসিক জাদওয়াল	৬৩
(৪) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান	৩৮	মাসিক কারকারদিগির সারাংশ	৬৬
(৫) চৌক দরস	৩৯	**তানজীমি পরিভাষা ও মাদানী পরিবেশের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য শব্দ**	৬৭
সাপ্তাহিক পাঁচটি মাদানী কাজ	৪১		
(৬) সাপ্তাহিক ইজতিমা	৪২	তথ্যসূত্র	৭১

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

১২টি মাদানী কাজ

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বর্ননা করেন: " مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم وَاحِدَةً যে ব্যক্তি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দরূদে পাক পাঠ করবে, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً তার উপর **আল্লাহ্ তাআলা** ও তার ফেরেস্তাগণ সত্তর বার রহমত প্রেরণ করবে।" (মসনদে আহমদ, মসনদে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ, ৩/৫৯৯, হাদীস: ৬৯২৫)

রহমত না কিস তরেহ হো গুণাহ্‌গার কি তরফ,
রহমান খুদ হে মেরে তরফদার কি তরফ।

(যওকে নাত, ১১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াতের মাদানী সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা এই দ্বীনের হিফাজতের জন্য প্রত্যেক যুগে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করেন। যারা না শুধু এই মজবুত দ্বীনের উপর নিজে আমল করেছেন বরং অন্যের নিকট এই শিক্ষাটা পৌঁছানোর জন্য এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য ভরপুর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা** প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি কোন অবস্থাতেই কারো মূখাপেক্ষী নন। তিনি তার পরিপূর্ণ্য কুদরত দ্বারা এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এটাকে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে এতে মানুষের বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তাদের হিদায়াতের জন্য সময়ে সময়ে নবী, রাসূলগণকে عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام প্রেরণ করেন। তিনি যদি চান, তবে আম্বীয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ছাড়াও বিগড়ে যাওয়া মানুষদের সংশোধন করতে পারেন, কিন্তু তার ইচ্ছা কিছুটা এরূপ যে,তার বান্দা নেকীর দাওয়াত দিবে এবং তার রাস্তার মধ্যে কষ্ট সহ্য করে **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে উচু মর্যাদা পাবে। যেমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর রাসূল ও নবীগণকে عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের জন্য দুনিয়াতে পাঠাতে থাকেন এবং সর্বশেষ তার **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করলেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারাবহিকতা সমাপ্ত করেন। তারপর এই সুউচ্চ দায়িত্ব তার **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের উপর অর্পন করলেন যে, নিজারাই পরস্পরের মধ্যে সংশোধন করতে থাকবে এবং নেকীর দাওয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কে সম্পাদন করবে।

www.dawateislami.net

যেমনিভাবে- মক্কায়ে মুকার্‌রমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর মধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপক প্রচার প্রসার করেন। আর এই কাজে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও যা ইসলামের প্রচারের মধ্যে সহযোগীতা করেন। এর দৃষ্টান্ত তারা নিজেরাই। উদাহরণ স্বরূপ যখন এই দুনিয়ার মধ্যে ইসলামের নূরের কিরণ পৌঁছেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে যাকে দারুল হিজরত মদীনাতুন নবী এবং মাদানী মারকায হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হবে। তখন সেখানকার অধিবাসীর প্রথম বাইয়াতে উকবার পর **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে আবেদন করলেন: কোন এখন মুবাল্লিগকে তাদের নিকট পাঠানো হোক। যে না শুধু তাদের এলাকার **(Area)** মধ্যে নেকীর দাওয়াত প্রসার করবে বরং লোকদেরকে কুরআনুল কারীমের শিক্ষা ও দিবে অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে বাঁচাই (নির্বাচন) **(Select)** করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নবুয়্যুতের **১১** বছর মোতাবেক ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় পৌঁছেন এবং শুধুমাত্র **১২** মাসের অল্প সময়ের মধ্যে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এত চমৎকার ভাবে নেকীর দাওয়াত প্রসার করেন যে, মদীনা শরীফের অলিতে গলিতে যিকিরে খোদা ও যিকিরে মুস্তফার আলোতে আলোকিত হয়ে গেলো। চতুর্দিকে ইসলাম ধর্মের চর্চা ছড়িয়ে পড়লো। বাচ্চা হোক বা যুবক, প্রত্যেকের অন্তরে ইশ্‌কে রাসূলের প্রদীপ আলোকিত হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

তারপর হজ্জের মৌসূমে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ৭০ জন আনসারী সাহাবীর এক মাদানী কাফেলা নিয়ে **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হন, আর এভাবে দ্বিতীয় বাইয়াতে উকবার মধ্যে মাদানী কাফেলার আনসারী শূরাকারা (সদস্যগণ) দীদারে মুস্তফা পেয়ে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। **(তবকাতে কুবরা, ৩৫ মছয়বুল খাইরত, ৩/৮৮)**

মে মুবাল্লিগ বনো সুন্নাতো কা, খুব চর্চা করো সুন্নাতো কা,
ইয়া খোদা! দরস দো সুন্নাতো কা, হো করম! বাহরে খাকে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

ইনফিরাদী কৌশিশের ফলাফল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি ইসলামের দাওয়াত মদীনায়ে তায়্যেবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। এটা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঐ পর্যায়ের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলাফল, যেটা তিনি দিন-রাত অব্যাহত রেখে ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কুরআন ও সুন্নাতের প্রচারকে ব্যাপক প্রসার করতে দিন রাতের পরোওয়া না করে যখন যেখানে নেকীর দাওয়াত দিতে যেতে হতো। কখনো অলসতা প্রদর্শণ করেন নি।

সুন্নাত হে সফর দিন কি তবলীগ কি খাতির,
মিলতা হে হামে দরস ইয়ে আসফারে নবী ছে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াতের এই সফর এভাবেই অব্যাহত রয়েছে এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পর যখন **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতরা আমলহীনতার জলাভূমিতে ফেশে যায় তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার কোন নেক বান্দার মাধ্যমে তার মুক্তির পথ সৃষ্টি করেন। এমনিভাবে পনেরশ হিজরীতে ও অবস্থা কিছুটা এরূপ হলো, তখন ঐ করুন পরিস্থিতির মধ্যে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ শুরু করেন। তিনি **আল্লাহ্ তাআলা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতে ডুবে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের সংশোধনের জন্য চলতে থাকেন আর দেখতে দেখতে তাঁর দিন রাতের প্রচেষ্টা, দোয়া **আল্লাহ্** ভীতি, ইশ্‌কে মুস্তফা ও ইখলাছ ও অটলতা, উত্তম চরিত্র ও নম্রতা, সহানভূতি ও মিশুকতার বরকতে মুসলমান নারী পুরুষ বিশেষ করে যুবকেরা দলে দলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হতে লাগল। বেনামাযীরা নামাযী হয়ে গেলো। চোর, ডাকাত, ব্যবিচারকারী, হত্যাকারী, জুয়াড়ী, মদ্যপায়ী। আরো অন্যান্য অপরাধে জড়িত লোকেরা তাওবা করে সমাজের ভাল (উত্তম) ব্যক্তি হয়ে **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে লেগে গেছে।

www.dawateislami.net

দাঁড়ি মুন্ডনকারী, তার চেহারায় রাসূলের ভালবাসার নিদর্শণ সুন্নাত অনুসারে এক মুষ্ঠি দাঁড়ি সাজানো বরং বাবরী চুল বিশিষ্ট গেলো। ফিরিঙ্গীদের মতো খালি মাথায় চলাচলকারী সবুজ গম্বুজের স্মরণে ভরপুর সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজাতে লাগলো।

উন কা দিওয়ানা ইমামা আউর যুলফও রেশ মে,
ওয়াহ! দেখো তো ছহি লাগতাহে কেইছা শানদার।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী সফর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী চিন্তাধারা উম্মতের ব্যথায় প্রজ্জ্বলিত অন্তর এবং নেকীর দাওয়াতের প্রবল আগ্রহী হওয়ার অনুকরনীয় চরিত্রের ফলাফল। তার ব্যাকুলতা যে, প্রত্যেক মুসলমান প্রকৃতপক্ষে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীর পাট্টা/ রশি নিজের গলায় পরিধান করে নেয় এবং সুন্নাতের উপর চলাচলকারী এমন দৃশ্য নজরে আসবে যেটা দেখে মদীনার ঐ দৃশ্য স্মরণে এসে যাবে, যা মদীনার প্রথম মুবাল্লিগ অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন ওমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নেকীর দাওয়াত দ্বারা প্রবভিত হয়ে মদীনায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের সময় দেখা গিয়েছিলো/ চোখে পড়ছিলো।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ যেভাবে হুযুরের আগমনে চতুর্দিকে খুশীর উপলক্ষ্য ছিলো। পাগড়ী পতাকা বানিয়ে উঠানো হয়েছিলো। চতুর্দিকে মুখে মুখে ভালবাসা ও মুহাব্বতের নারা/ স্লোগান ছিলো। এই ভাবে ঘরে ঘরে ইশ্‌কে মুস্তফার এমনি বাতি আলোকিত হয়ে যাক। যেটার আলোতে আখিরাতের রাস্তার প্রতিটি মুসাফির তার গন্তব্যে দিকে দ্রুতগামী থাকে। আর কখনো রাস্তা থেকে বিচ্ছুত না হয়, রাস্তায় মুসীবত দ্বারা যেন অবসন্ন না হয়ে বসে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যখন সূচনা হয়, তখন প্রথমত কোন শাখা ছিলো না, কোন অধ্যয়নের কিতাব ছিলো না, কোন মুবাল্লিগও ছিলো না, কোন শিক্ষক, মাদানী মারকায ছিলো না, কোন মাদ্‌রাসা ও জামেয়াও ছিলো না, বরং কোন কাজ করার সুস্পষ্ট পদ্ধতি পর্যন্ত ছিলো না এবং যদি এরূপ বলা হয় যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রকৃত পক্ষে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একক ব্যক্তিসত্ত্বার নাম ছিলো, তবে তা অতুক্তি হবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর একনিষ্ঠ সম্পন্ন দোয়া, নিরলস প্রচেষ্টা, সর্বোত্তম হিকমতে আমলী ও মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের ফলাফল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী সংগঠন স্বল্প সময়ে একটি সুশৃংখল সংগঠনের আকৃতি ধারণ করে নিয়েছে। যেটার যেলী মুশাওয়ারাত থেকে মরকাযী মজলীশে শূরা হাজারো যিম্মাদার এবং পুরো দুনিয়ার অসংখ্য সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের জনসমুদ্র দৃশ্যায়িত হয়। লক্ষ লক্ষ ইসলামী বোন ও পর্দার মধ্যে থেকে মাদানী কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

www.dawateislami.net

মে একিলাহি চালাথা জানিবে মন্‌জিল মগর,
এক এক আতা গায়া কারাওয়া বনতা গায়া।

সর্বপ্রথম মাদানী কাজ

সর্বপ্রথম মাদানী কাজ যেটার মাধ্যমে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের ধারাবাহিকতা শুরু করেন। সেটা হলো, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজাতিমা। এখান থেকে তিনি ইজতিমায়ী ও ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি করেন। তারপর আহলে সুন্নাতের মসজিদগুলোতে দরসের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। তখন প্রথমত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর প্রসিদ্ধ কিতাব "মুকাশাফাতুল কুলুব" থেকে দরস দেওয়া হতো। অতঃপর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একাকী অবরম্বন করেন আর **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতকে অসংখ্য সুন্নাতের সমাহার "ফয়যানে সুন্নাত" আকৃতিতে প্রদান করেন। অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ বাড়ানোর বরকতে বিভিন্ন শহরের মধ্যে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু হয়। বাবুল মদীনা করাচী থেকে উঠেআসা মাদানী সংগঠন দেখতে দেখতেই বাবুল ইসলাম (সিন্ধু) পাঞ্জাব, খায়বর পাখতোখাঁ, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান এবং অতঃপর ভারত, বাংলাদেশ, আরব আমিরাত, শ্রীলংকা, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কোরিয়ার মতো দেশের মধ্যে মাদানী কাজের মাদানী বাহার ছড়াচ্ছেন। বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঐ মুহূর্তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা দুনিয়ার মধ্যে কম বেশি ২০০ দেশে পৌঁছে গেছে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ করম এ্যছা করে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৫ পৃষ্ঠ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক অবস্থা

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক ব্যবস্থা যেলী হালকা থেকে শুরু হয়ে মারকাযী মজলীশে শূরা পর্যন্ত। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রতিষ্ঠাতা। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুউচ্চ দালানে যেলী হালকা তার ভিত্তি ও মারকাযী মজলীশে শূরা ছাদের পদ মর্যাদা রাখে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দৃঢ়তার মধ্যে যদি ও তার প্রতিটি শাখার কর্মকান্ড তার আপন জায়গায় গুরুত্বের দাবীদার। কিন্তু এ বাস্তবটাকে প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি সবাই জানে যে, দালানের দৃঢ়তা, ভিত্তির দৃঢ়তার উপর সীমাবদ্ধ। অতঃপর একেবারে স্পষ্ট যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মধ্যে যেলী হালকার গুরুত্ব কি পরিমান। যে পরিমান যেলী হালকা মজবুত হবে, সে পরিমান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজবুত ও উন্নতীর সিড়িতে চড়তে থাকবে এবং যেলী হাকলার মজবুতী (দৃঢ়তা) যেলী হালকার মধ্যে ১২ মাদানী কাজের মজবুতীর মধ্যে (বিদ্যমান) রয়েছে।

যেলী হালকা কাকে বলে?

প্রত্যেক মসজিদ এবং তার চারপাশের জনবসতি। উদাহরণ স্বরূপ আবাসিক এলাকা, বাজার **(Merket)**, স্কুল **(School)**,

www.dawateislami.net

কলেজ **(College),** সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান **(Goverment and civil organization)** ইত্যাদি-কে তানযীমি ভাবে যেলী হালকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোন কোন সময় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সংশ্লিষ্ট মুশাওয়ারাতের নিগরান কোন জনবহুল জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি গুরুত্ব রেখে তাকে পৃথক ভাবে যেলী হালকা বানিয়ে দেন।

যেলী হালকা মুশাওয়ারাত

যেলী হালকার মধ্যে নিম্নোক্তে তিনজন যিম্মাদারকে নিয়ে যেলী হালকা মুশাওয়ারাত গঠন করা হয়।

(১) যেলী হালকা মাশাওয়ারাতের নিগরানে। (২) যেলী যিম্মাদার মাদানী কাফেলা। (৩) যেলী যিম্মাদার মাদানী ইনআমাত।

মদীনা: কিছু যেলী হালকার মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য বিভাগের যেলী যিম্মাদার ও নিজস্ব বিভাগ এবং মজলীশের নির্ধারিত মাদানী ফুল অনুসারে মাদানী কাজ করে থাকে। কিন্তু ঐ গুলো সব নিগরানে যেলী হালকা মুশাওয়ারাতের আওতায় হয়ে থাকে।

যেলী হালকার মারকায

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** কে অন্য ভাষায় "মসজীদ ভরো সংগঠন" ও বলা হয়। কেননা, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিটি মাদানী কাজ মসজিদ আবাদ করার সাথে সম্পৃক্ত। এই কারণে যেলী হালকার সমস্ত মাদানী কাজের মারকার্য **(Centre)** ও মসজিদকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

কেননা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আকাংখা হলো, **আল্লাহ্ তাআলার** ঘর অর্থাৎ মসজিদ আবাদ হয়ে যাক এবং সেটার সৌন্দর্য ফিরে আসুক। মুসলমান আরেকবার মসজিদের দিকে মনোনিবেশ হয়ে যাক। নিঃসন্দেহে মসজিদের সৌন্দর্য রঙ্গিন রং, কার্পেট, লাইট ইত্যাদি দ্বারা নয়। বরং নামাযী ও ইতিকাফকারীদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তিলাওয়াত ও যিকিরকারীদের দ্বারাই, সুন্নাত শিখা ও শিখানোর দ্বারাই, ঐ ইসলামী ভাই কতই সৌভাগ্যবান যে নামায, তিলাওয়াত, দরস, বয়ান, যিকির, নাত ইত্যাদির মাধ্যমে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

হো যায়ে মাওলা মসজিদে আবাদ ছব কি ছব,
ছব কো নামাযী দে বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজীদ আবাদ কারার গুরুত্ব

মসজীদ কে আবাদ করার ব্যাপারে সূরা তাওবার মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ্**র মসজিদ সমূহ তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ্** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে। **(পারা- ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১৮)**

www.dawateislami.net

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাফসীহর খাযায়েনুল ইরফানে বর্ণনা করেন: এই আয়াতের মধ্যে এইটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মসজিদ সমূহ আবাদ করার একমাত্র হকদার মু'মিনগণ। মসজিদ সমূহ আবাদ করার মধ্যে এই কাজ গুলোও অন্তর্ভূক্ত: ঝাড়ু দেওয়া, পরিষ্কার করা, আলোকিত করা এবং মসজিদকে দুনিয়াবী কথা-বার্তা থেকে এবং এমন জিনিষ থেকে নিরাপদ রাখা যেটার জন্য সেটাকে বানানো হয়নি। মসজিদ ইবাদত ও যিকির করার জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং ইল্মের দরস ও যিকিরের অন্তভূক্ত।

(খযাইনুল ইরফান, পারা- ১০, সূরা- তাওবা, আয়াত- ১৮, হাশিয়া নাম্বার: ৪১, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

দা'ওয়াতে ইসলামী মসজিদ ভরো সংগঠন কিন্তু কিভাবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মেরুদণ্ডই হলো মসজিদ আবাদ করা। উদাহরণ স্বরূপ- সদায়ে মদীনা দিয়ে ফজরের নামাযের জন্য লোকদের জাগ্রত করা। যাতে তারা জামাআত সহকারে ফজরের নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করে। এরপর মাদানী হালকার অংশগ্রহণ করে কুরআন বোঝার বরকত অর্জন করে এবং যখন রাতে নিজের কাজ থেকে অবসর হয়ে ঘরে ফিরে আসে তখন ইশার নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করার পর মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে কুরআন পড়বে বা পড়াবে। যারা মসজিদে আসে তাদের কে ইল্মের/ ধর্মীয় জ্ঞানের অলংকারে সাজানোর জন্য মসজিদ দরসের ব্যবস্থা করবে।

www.dawateislami.net

আর যারা মসজিদে আসে না তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে চৌক দরস বা এলাকায়ে দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে মসজিদে আসার উৎসাহ দিবে। সপ্তাহে একদিন সুন্নাত শিখা ও শিখানোর জন্য সাপ্তাহিক ইজতিমায় পুনরায় মসজিদে একত্রিত হবে এবং তারপরও যদি কিছু লোক কোন কারণে (মসজিদে) আসতে না পারে, তবে কোন উপযুক্ত স্থানে (মসজিদের বাইরে) ব্যবস্থা করে সাপ্তাহিক ক্যাসেট **(VCD)** ইজতিমা, বা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে তাদের কে মাদানী প্রশিক্ষণ দিবে। সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারার বরকতে খুব তাড়াতাড়ি তাদের অন্তরে মসজিদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং তারা মসজিদে আসতে থাকবে। اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ

আমরা যে কোন মাদানী কাজের উপর গভীর মনযোগ দিই তবে। সেটা মসজিদ আবাদ করার মাধ্যমে নজরে পড়বে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শিখানো পদ্ধতি অনুসারে মুবাল্লিগদের মাদানী কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের নেকীর দাওয়াত দেয়া, মসজিদ সমূহকে আবাদ করার চেষ্টা করা যদি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কবুল হয়ে যায়, তাহলে **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত দ্বারা আশা করা যায়, আমাদের দয়ালু **আল্লাহ্** আমাদের কে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিবেন।

নিম্নে প্রদত্ত দুইটি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়ুন এবং মাদানী কাজের দৃঢ় নিয়্যত করুন:-

(১) "যে মসজিদ কে ভালবাসে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ভালোবাসেন।" **(মুজামু আউসাত, বাবুল মীম. মিন ইসমুহু মুহাম্মদ ৪/৪০০, ৬৩৮৩ হাদীস)**

www.dawateislami.net

(২) "যে সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে জান্নাতে দাওয়াত দিবেন।"

(মুসলীম, কিতাবুল মাসাজীদ, বাবুল মশী ইলাস সলা, ২৪৩ পৃষ্ঠ, ৬৬৯ হাদীসে)

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মাদানী কাজ হলো ছুটির দিনে ইতিকাফ। আর অন্যটি হলো মাদানী কাফেলা। এই দুই কাজ ও মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, ইতিকাফ ও মসজিদে হয়ে থাকে। আর মাদানী কাফেলা ও মসজিদে অবস্থান করে। বরং নিদিষ্ট দিন পর্যন্ত মাদানী কাফেলার শূরাকারা ইল্‌মে দ্বীন শিখতে ও শিখানোর নিয়্যতে রাত দিন **আল্লাহ্ তাআলার** ঘরে অবস্থান করে থাকে। অতঃপর যে লোক তার প্রতিপালকের দরবারে এই ভাবে অবস্থান করে তাদের সম্পর্কে একটি রেওয়াত রয়েছে যে, **আল্লাহ্ তাআলার** নিস্পাপ ফেরেস্তারা ঐ লোকদের সাথে এক সঙ্গে অবস্থান কারী হয়ে যায়, যারা মসজিদে পড়ে থাকে। যদি ঐ লোকেরা কখনো মসজিদ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন ফেরেস্তারা তাদের কে খুজতে থাকে। আর যদি তারা অসুস্থ হয়ে যায় তবে তাদের সেবা শ্রশ্রুষা করে। আর যদি তাদের কোন প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে, তখন তাদের সাহায্য ও করে থাকে। **(মুসতাদরাক, কিতাবুত তাফসীর, ইন্নালিল মাসাজীদে আওতাদান, ৩/১২৬, হাদীস:৩৫৫৯)**

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! মসজিদ আবাদকারী না শুধু অসংখ্য সাওয়াব লুফে নেয়। বরং মসজিদ আবাদ করার বরকতে তাদের ফেরেস্তাদের সাহায্যও লাভ হয়। তাদের কষ্ট ও পেরেশানী দূরীভূত হয় এবং অভাব পূরণ হয়।

www.dawateislami.net

হো যায়ে মাওলা মসজীদি আবাদ সব কি সব।
সব কো নামাযী দে বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে যেহেতু অনেক মসজিদের তালা খুলেছে। তবে অনেক মসজিদের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত জামাআত সহকারে নামায শুরু হয়ে গেছে এবং অনেক মসজিদ জামে মসজিদে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে জুমার নামাযের ব্যবস্থা হয়েছে। এই জন্য আহলে সুন্নাতের মসজিদকে আবাদ করার জন্য যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজ খুবই গুরুত্ব বহন করে, এই **১২** মাদানী কাজের বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আহলে সুন্নাতের মসজিদে মাদানী বাহার এসে যাবে। আসুন! দেখি এই **১২**টি মাদানী কাজ কি? আর আমাদের কিভাবে করতে হবে, আর এতে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের কিভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে?

১২টি মাদানী কাজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়ারা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের মাদানী উদ্দেশ্য হলো; "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ"

www.dawateislami.net

অতঃপর এই মাদানী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায যেলী হালকার যে ১২টি মাদানী কাজ প্রদান করেছে, দিন সমূহের ভিক্তিতে যদি সে গুলোর হিসাব করা হয় তবে সেগুলোর বিন্যাস কিছুটা এই রূপ হয়:

দৈনন্দিন পাঁচটি মাদানী কাজ:

(১) সদায়ে মদীনা।

(২) ফজরের পর মাদানী হালকা।

(৩) মসজিদ দরস।

(৪) মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান।

(৫) চৌক দরস।

সাপ্তাহিক পাঁচটি মাদানী কাজ:

(৬) সাপ্তাহিক ইজতিমা।

(৭) ছুটির দিনে ইতিকাফ।

(৮) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা।

(৯) ক্যাসেট ইজতিমা।

(১০) এলাকায়ে দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত।

মাসিক দুইটি মাদানী কাজ:

(১১) মাদানী কাফেলা।

(১২) মাদানী ইনআমাত।

আসুন! এই সমস্ত মাদানী কাজের এক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ করি।

www.dawateislami.net

দৈনন্দিন পাঁচটি মাদানী কাজ

(১) সদায়ে মদীনা

(**হাদফ:** প্রতি যেলী হালকার মধ্যে কমপক্ষে চার জন ইসলামী ভাই)

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মধ্যে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের কে জাগ্রত করাকে "সদায়ে মদীনা" বলা হয়। আর এইটা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। যেমনি ভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকরা (হযরত সায়্যিদুনা নাকী বিন হারেস ছাকফী) رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ফযরের নামাযের জন্য বের হলাম। তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘুমন্ত যেই ব্যক্তির পাশে দিয়ে অতিক্রম করতেন তাকে নামাযের জন্য আওয়াজ দিতেন বা পা মোবারক দিয়ে নাড়া দিতেন। (আবু দাউদ, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৬৪) শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ "ফয়যানে সুন্নাত" প্রথম খন্ডের মধ্যে এই রেওয়াতটি বর্ণনা করার পর বলেন: যে সৌভাগ্যবান (ব্যক্তি) সদায়ে মদীনা দেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে সুন্নাত আদায়ের সাওয়াব পায়। স্মরণ রাখবেন! পা দিয়ে নাড়ানো সবার জন্য অনুমতি নেই। শুধুমাত্র ঐ বুযুর্গ পা দিয়ে নাড়াতে পারবে যার দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তির মনে কষ্ট আসবে না। হ্যাঁ! যদি কোন শরয়ী প্রতিবন্ধকতা না হয়, তখন নিজ হাত দিয়ে পা টিপে জাগানোর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।

www.dawateislami.net

নিঃসন্দেহে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি তার কোন গোলাম কে মোবারক পা দ্বারা নাড়া দেন, তখন তার ঘুমন্ত ভাগ্য জাগিয়ে দেয়, আর কোন সৌভাগ্যবানের মাথা চোখ, বা বুকের উপর তার কদম রেখে দেন তবে খোদার কসম! উভয়ে জগতের প্রশান্তি দান করে দিবেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সলাত, বাবুল ইদতিজায়ু বাদিহা, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১২৬৪)

এক ঠুকর মে উহুদকা যলযলা জাতা রাহা,
রাখতি হে কিতনা ওয়াকার আল্লাহু আকবর আয়াড়িয়া।
ইয়ে দিল ইয়ে জিগর ইয়ে আঁখি ইয়ে ছের হে,
জিদর চাহো রাখো কদম জানে আলম।

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে বিসমিল্লাহ, ১/৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদায়ে মদীনা দেওয়া (অর্থাৎ ফজরের নামাযের জন্য জাগানো) এতটুকু প্রিয় সুন্নাত যে, খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের মধ্যে থেকে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক এবং হযরত সায়্যিদুনা আলীয়ুল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ও এই সুন্নাতটি আদায় করতে গিয়ে নিজের প্রাণ ও দিয়ে দিলেন। যেমনি ভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশীত ৮৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ফয়যানে ফারুকে আজম" প্রথম খন্ডের ৭৫৭ পৃষ্ঠার বর্ণিত রয়েছে: কিছু বর্ণিনায় এসেছে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর ঘর থেকে যখনই ফজরের নামাযের জন্য বের হতেন,

www.dawateislami.net

তখন সদয়ে মদীনা দিয়ে বের হতেন। অর্থাৎ রাস্তার মধ্যে লোকদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে আসতেন। আবু লুলু রাস্তার মধ্যে লুকিয়ে ছিলো এবং সে সুযোগ দেখে তাঁর উপর প্রাণনাশক আঘাত করে দিলো। যেটা ধ্বংসকারী প্রমানীত হয়েছিলো।

(তবকাতে কুবরা জিকরে ইসতিখলাফে ওমর, ৩/২২৩)

এমনি ভাবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মুয়াজ্জিন এসে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে নামাযের সময়ের সংবাদ দিলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ফযরের নামায পড়ানোর জন্য ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় লোকদের নামাযের জন্য আওয়াজ দিয়ে জাগিয়ে যাচ্ছেন যে, ইবনে মুলজম নামক এক পাপীষ্ট তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর উপর হঠাৎ তাওবারির তীব্র আঘাত করলো, এতে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হন। আর পরবর্তীতে আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে শাহাদাতের সূধা পান করলেন। **(তারিখুল খোলাফা, আলী আবি আলি তালিব, ফসলু ফি মাবায়াতু আলা বিল খোলাফা, ১১২ পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহিত)** **আল্লাহ তাআলার** রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সদায়ে মদীনার কিছু মাদানী ফুল

(১) সদায়ে মদীনা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নাতিয়া কালাম ওয়াসায়িলে বখশিশের ৬৬৫ পৃষ্ঠা অনুসারে দিবেন। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীর দৃষ্টি ও দোয়ার পাশাপাশি লিখনীর মধ্যেও প্রভাব থাকে।

(২) সদায়ে মদীনার জন্য মেগাফোন **(Megaphone)** ব্যবহার করবে না।

(৩) ইসলামী ভাইদের সংখ্যা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে দুইজন করে ইসলামী ভাই পাঠানো যাবে।

(৪) যদি কোন ইসলামী ভাই না আসে তখন একাকীই সদায়ে মদীনা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

(৫) সদায়ে মদীনা ফজরের আযানের পর শুরু করবে।

(৬) যেখানে কোন পশু ইত্যাদি বাঁধানো থাকে সেখানে আওয়াজ তুলনামুলক কম করবে।

(৭) সদায়ে মদীনা থেকে অবসর হয়ে এত আগেই পৌঁছবে যে, সুন্নাতে কাবলীয়া ইকামতের আগে এবং প্রথম তাকবীর ও প্রথম কাতার যেন পাওয়া যায়।

(৮) সদায়ে মদীনার আগেই ইস্তিন্জা ও অযু থেকে অবসর হোন।

(৯) ফজরে উঠানোর জন্য উৎসাহ ও নাম লিখার ব্যবস্থা ও করা যেতে পারে।

(১০) যে ইসলামীর ভাইয়ের নাম লিখিয়েছে তার দরজায় করাঘাত করুন বা বেল বাজন।

www.dawateislami.net

(১১) কোন বাধা প্রদানকারী বা ঝগড়াটে লোকের সাথে ঝগড়া করবে না। রাগারাগি করবে না।

(১২) ফজরের আযানের এতটুকু সময় আগে উঠুন, যাতে আপনি সহজেই ফজরের সময় শুরু হওয়ার আগেই ইস্তিন্‌জা অযু ও তাহাজ্জুদ থেকে অবসর হতে পারেন।

(১৩) সঠিক সময়ে উঠার জন্য এলার্ম **(Alarm)**, ঘরের কোন বড়জন, পহারাদার বা, ইসলামী ভাইকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বলার ব্যবস্থা করুন। শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়ার মধ্যে ৩২ পৃষ্ঠা রয়েছে: সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত অর্থাৎ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا থেকে শেষ পর্যন্ত রাতে বা সকালে সেই সময় জাগ্রত হওয়ার নিয়্যতে পড়ে, চোখ খুলে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

গলিতে সদায়ে মদীনা দেওয়ার পদ্ধতি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাঠ করে, নিম্নে প্রদত্ত দরুদ সালামের বাক্য গুলো পড়ে এর নিচের লিখা গুলো পূনরাবৃত্তি করতে থাকুন:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও বোনেরা! ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। ঘুম থেকে নামায উত্তম। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন এবং নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাদেরকে বার বার হজ্ব নসীব করুক এবং বার বার সোনার মদীনা দেখাক।

www.dawateislami.net

(অবস্থা অনুসারে নিম্নে প্রদত্ত কবিতা থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতা পাঠ করুন।) রমযান শরীফে সেহেরীর জন্য উঠালে তখন তাহাজুদের জন্য ও উৎসাহিত করুন।

ফজর কা ওয়াক্ত হো গেয়া উঠো,
এ গোলামানে মুস্তফা উঠো!
জাগো জাগো এ ভাইয়ো বেহনো,
ছোটদো আব তো বিসতরা উঠো!
তুম কো হক্ব কি খোদা সায়াদাত দে,
জালওয়া দেখো মদীনা কা উঠো!
উঠো যিকির খোদা করো উট কর,
দিল ছে লও নামে মুস্তফা উঠো!
ফজর কি হো চুকি আযানি ওয়াক্ত,
হো গেয়া হে নামায কা উঠো!
ভাইয়ো উটকর আব অযু করলো,
আউর চলো খানায়েখোদা উঠো!
নিন্দ ছে তো নামায বেহতর হে,
আব না মোতলক ভি লেটনা উঠো!
উট চুকো আব কাডেভি হো জায়ো,
আঁখ শায়তান না দে লাগা উঠো!
জাগো জাগো নামায গাফলত ছে,
কর না বইটো কহি কাযা উঠো!
আব জু ছুয়ে নামায কাহভে ওয়াক্ত,
ছুনে কা আব নেহি রাহা উঠো!
ইয়াদ রাখো! নামায গার ছোড়ি,
কবর মে পায়েগি ছাযা উঠো!
বে নামাযী ফাঁছে কা মাহশর মে,
হো গা নারায কিবরিয়া উঠো!
মে "সদায়ে মদীনা" দেতা হো,
তুম কো তৈয়্যবা কা ওয়াসেতা উঠো!
মে ভিখারী নেহী হো দার দার কা,
মে হো সারকার কা গদা উঠো!
মুঝ কো দেনা না পায়ী পয়ছা তুম!
মে হো তালিবে সাওয়াব কা উঠো!
তুম কো দেতা হে ইয়ে দোয়া আত্তার,
ফজল তুম পর করে খোদা উঠো!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৫-৬৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) ফজরের পর মাদানী হালকা

(**হাদফ:** প্রতি যেলী হালকার মধ্যে কমপক্ষে শূরাকা ১২ জন ইসলামী ভাই)

ফজরের পর মাদানী হালকা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রতিদিন ফজর নামযের পর ইশরাক ও চাশ্‌ত পর্যন্ত কানযুল ঈমান শরীফ থেকে তিন আয়াত, তরজুমা, কানযুল ঈমান ও তাফসীর সীরাতুল জিনান/

www.dawateislami.net

খযাইনুল ইরফান/ নুরুল ইরফান থেকে দেখে শুনানো, ফয়যানে সুন্নাত থেকে নিয়ম অনুসারে চার পৃষ্ঠা দরস। শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীর আত্তারী শে'র সমূহ, যিকির ও ওযীফা সমূহ এবং একত্রিত ভাবে ফিক্‌রে মদীনা করা। অর্থাৎ মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করা।

এ কাশ! মুবাল্লীগ মে বনোঁ দ্বীনে মুর্বী কা,
সারকার! করম আয পায়ে হাস্‌সানে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফজরের পর মাদানী হালকায় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে কুরআনে পাক তিলাওয়াত ও তরজুমা ও তাফসীর, ফয়যানে সুন্নাত থেকে চার পৃষ্ঠা দরস। যিকির ও ওযীফা সমূহ আউলিয়ায়ে কিরামগণের স্মরনে ভরপুর শাজারা শরীফ পড়া ও শোনার সৌভাগ্য অর্জন করে দিন শুরু করাটা কতই না বরকত পূর্ণ হবে। ফজরের পর মাদানী হালকায় বসাটা ভাল কাজের সংমিশ্রণ। যে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর **আল্লাহর** যিকিরে ব্যস্ত থাকে। এমনকি সূর্য উঠে যায় এবং দুই রাকাত পড়ে, তবে তার জন্য তো বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেমনি ভাবে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে **আল্লাহর** যিকির করতে থাকে। এমন কি সূর্য উপরে উঠে যায়। তারপর দুই রাকাত আদায় করে তবে সে পূর্ন হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব পাবে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুস সফর, বাব মা যুকিরা মা ইয়াসতাহিব্বু মিনাল জুলুস, ১৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮৬)

www.dawateislami.net

অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর নিজের স্থানে অর্থাৎ যেখানে নামায আদায় করেছে সেখানে বসে রইলো এমনকি ইশরাকের নফল আদায় করে নিলো, শুধুমাত্র ভাল কাজই বলে, তবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদি ও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়ে অধিক হয়।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সলাত, বাবু সলাতিদ দুহা, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাকের এই অংশে তার জায়গায় (আপন মুসল্লায়) বসে থাকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ মসজিদ বা ঘরের মধ্যে এই অবস্থায় থাকে যে, যিকির বা গভীর চিন্তা ভাবনা করে বা ইল্‌মে দ্বীন শিখে বা শিখানো বা বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে ব্যস্ত। এমনকি শুধুমাত্র উত্তম কথাই বলার ব্যাপারে বলেন: অর্থাৎ ফজর ও ইশরাকের মাঝখানে উত্তম অর্থাৎ কল্যান মূলক কথাবার্তা ছাড়া কোন আলোচনা করবে না। কেননা, এটা সেই কথা যেটার উপর সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।

(মিরকাত, কিতাবুস সলাহ, বাব সলাতুদ দুহা, আল ফসলুস সানী। ৩/৩৫৮ হাদীস: ১৩১৭)

মাদানী ফুল: নিগরানে যেলী মুশাওয়ারাত/ যেলী যিম্মাদার মাদানী ইনআমাত প্রতিদিন ফজরের পর মাদানী হালকার পর ব্যবস্থা করবেন। এমনকি যেলী হালকা মুশাওয়ারাত ও আজকের মাদানী কাজের জন্য মাশওয়ারা করবেন। (ফজরের পর মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) মসজিদ দরস

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া বাকী সব কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে ফয়যানে সুন্নাত থেকে মসজিদে দরস দেওয়া সাংগঠনিক পরিভাষায় মসজিদ দরস[১] বলা হয়। মসজিদ দরসও ইল্‌মে দ্বীনের উজ্জলতার এক বড় শক্তি, সেটার জন্য কমপক্ষে প্রত্যেক মসজিদে প্রতিদিন অন্তত একটি মাদানী দরসের[২] ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়। মসজিদে অনুমতি না হওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, খতীব ও ইমাম মুয়াযিনের বিরোধীতা না করে বাইরে দরস দেওয়া হয়।

---

[১] আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালা থেকে মাদানী দরস দেওয়া যাবে। অবশ্য কিছু কিতাব ও রিসালা থেকে দরস দেওয়ার অনুমতী নেই। সে গুলো মধ্যে থেকে কিছু হলো: (১) কুফরী বাক্য সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর। (২) ২৮টি কুফরী বাক্য। (৩) গানের ৩৫টি কুফরী বাক্য (৪) পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর। (৫) চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর। (৬) আকীকা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর। (৭) ইস্তিন্‌জার পদ্ধতি (৮) নামাযের আহকাম, (৯) ইসলামী বোনদের নামায, (১০) যিকির ওয়ালা নাত (১১) নাত পরিবেশনকারী ও নাযরানা, (১২) লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংলীলা, (১৩) কাপড় পাক করার পদ্ধতি সম্বলিত নাপাকীর বর্ণনা। (১৪) রফিকুল হারামাইন, (১৫) রফিকুল মু'তামিরীন, (১৬) হালাল পন্থায় উপার্জনের ৫০ মাদানী ফুল।

[২] মাদানী দরস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো; শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ছাড়া বাকী সব কিতাব ও রিসালা থেকে দরসের ব্যবস্থা করা যাবে। এমনকি স্মরণ রাখবেন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালা ছাড়া অন্য কারো কিতাব থেকে দরস দেওয়া মরকাযী মজলীশে শূরার পক্ষ থেকে অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

সাআদাত মিলি দরসে "ফয়যানে সুন্নাত",
কি রোযানা দো মরতবা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ দরসের ২১টি মাদানী ফুল

(১) **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কাছে কোন ইসলামী কথা (বিষয়) পৌঁছে দিলো, যেন এর দ্বারা সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করা যায় বা এর দ্বারা বদ মাজহাবী দূর করা যায়, তবে সে জান্নাতী।" (হুলয়াতুল আউলীয়া, ১০/৪৫, নং ১৪৪৬৬)

(২) **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সতেজ রাখুক যে আমার হাদীস শুনলো মুখস্থ করল এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিলো।"

(তিরমীযি আবওয়াবুল ইল্‌ম, বাবু মা জা ফিল হছ, ৬২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৫৬)

(৩) হযরত ইদ্‌রীস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নাম মোবারকের একটা হিকমত এটা যে, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা** প্রদত্ত সহীফাগুলো লোকদেরকে বেশি পরিমাণে শুনাতেন, এই জন্য তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামই ইদ্‌রীস অর্থাৎ দরস দাতা হয়ে গেলো।

(তাফসীরে বগভী, ১৬ পারা, আয়াত ৩, ৫৬/৯১)

(৪) হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا۔ (অর্থাৎ আমি ইল্‌মের দরস নিয়েছি। এমন কি কুতুব পযায়ে অধিষ্টিত হয়ে গেছি।) (মাদানী পঞ্জে সূরা, কসীদায়ে গাওছিয়া ২৬৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৫) দরস দেওয়া ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মাদানী কাজ। ঘর, মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, বাজার ইত্যাদির মধ্যে সময় নির্ধারণ করে দরসের মাধ্যমে খুব সুন্নাতের মাদানী ফুল ছড়ান এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

(৬) প্রতিদিন কমপক্ষে দুইটি দরস দেওয়া ও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন। (এই দুইটির মধ্যে একটি ঘরে দরস অবশ্যই যেন হয়)

(৭) ২৮ পারার সূরা তাহরীমের ৬ষ্ঠ আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ
وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদার গণ! নিজেদের কে ও নিজেদের পরিবার বর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্দন হচ্ছে মানুষ ও পাথর) নিজেকে নিজে ও পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর মাদানী দরসও একটি মাধ্যম।

(৮) যিম্মাদার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন চৌক দরসের ব্যবস্থা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ- রাত ৯টায় মদীনা চৌক, ৯.৩০ বাগদাদী চৌক ইত্যাদি। ছুটির দিন একের অধিক জায়গায় চৌক দরসের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু সাধারনের হক যাতে নষ্ট না হয়, উদাহরণ স্বরূপ কোন মুসলমান বা পশু ইত্যাদির রাস্তা যাতে না আটকানো হয়। অন্যথায় গুনাহগার হবেন। (ব্যাখ্যা সহকারে জানতে ফয়যানে সুন্নাত (নতুন সংস্করণ) থেকে ফয়যানে সুন্নাতের দরসের ২২ মাদানী ফুল অধ্যয়ন করুন।)

www.dawateislami.net

(৯) দরসের জন্য ঐ নামায নির্ধারণ করুন যেটাতে বেশি থেকে বেশি ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করে।

(১০) দরস প্রদানকারী নামায ঐ মসজিদে প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরে সাথে জামাআত সহকারে আদায় করুন।

(১১) মেহরাব থেকে সরে বারান্দায় ইত্যাদিতে এমন কোন জায়গা দরসের জন্য নিদিষ্ট করে নিন। যেখানে অন্য কোন নামাযী ও তিলাওয়াত কারীর কষ্ট না হয়।

(১২) নিগরানে যেলী মুশাওয়ারাতের উচিত যে, তার মসজিদে দুইজন সেচ্চাসেবক নির্ধারণ করা, যারা দরস (বয়ানের) সময় গমন কারীদের নম্রভাবে থামাবে এবং সবাইকে কাছাকাছি বসাবে।

(১৩) পর্দার মধ্যে পর্দা করুন। দু'জানু হয়ে বসে দরস দিন। যদি শ্রবণকারী বেশি হয়, তবে দাঁড়িয়ে বা মাইকে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যখন নামাযী ইত্যাদির কোন অসুবিধা না হয়।

(১৪) আওয়াজ অতি উঁচুও হবে না, অতি আস্তে হবে না। যতটুকু সম্ভব এতটুকু আওয়াজে দরস দিন যে, শুধুমাত্র উপস্থিতরা শুনতে পায়। অবশ্য নামাযীদের যেন কোন কষ্ট না হয়।

(১৫) দরস সর্বদা থেমে থেমে এবং মধ্যম গতিতে দিবেন।

(১৬) যা কিছু দরস দিবে, প্রথমে তা কমপক্ষে একবার অধ্যয়ন করে নিন, যাতে ভুল না হয়।

(১৭) ইরাবকৃত শব্দ অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের উপর যবর যের, পেশ ইত্যাদি লিখা রয়েছে সেগুলো ইরাব অনুসারে আদায় করুন। এই ভাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সঠিক ভাবে আদায়ের অভ্যাস হবে।

www.dawateislami.net

(১৮) হামদ, সলাত, দরুদ ও সালাম, চার শব্দে আয়াতে দরূদ এবং শেষের আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলীম বা ক্বারীকে অবশ্যই শুনিয়ে দিন। এমনি ভাবে আরবী দোয়া ইত্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামায়ে আহলে সুন্নাত কে শুনাবেন না একাকী ভাবে ও পড়বেন না।

(১৯) দরস শেষের দোয়া সহ সাত মিনিটের মধ্যেই শেষ করুন।

(২০) প্রত্যেক মুবাল্লীগের উচিত, সে যেন দরসের পদ্ধতি, পরের উৎসাহ প্রদান, ও শেষের দোয়া মৌখিক ভাবে মুখস্থ করে নেয়।

(২১) দরসের পদ্ধতি ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন সাপেক্ষে পরিবর্তন করে নিন।

হে তুজছে দোয়া রব্বে আকবর! মকবুল হো "ফয়যানে সুন্নাত"
মসজিদ মসজিদ ঘর ঘর পড় কর, ইসলামী ভাই শুনাতা রহে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে দরস দেওয়ার উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রয়োজন অনুসারে ইল্‌মে দ্বীন শিখা প্রত্যেক নর নারীর উপর ফরজ। এই জন্য প্রয়োজনীয় ইল্‌মে দ্বীন থেকে আলোকিত হওয়ার জন্য মাদানী দরস একটি অনেক বড় মাধ্যম। অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশীত ৬৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "নেক বননে অউর বানানে কে তরীকে" এর ১৯৭ পৃষ্ঠা মসজিদ দরসের উদ্দেশ্য কিছুটা এরূপ উল্লেখ করেন:

www.dawateislami.net

(১) দরস দেওয়ার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো; **আল্লাহ্ তাআলা** ও **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

(২) মাদানী দরসের মাধ্যমে দরসের শুরাকা এবং মহল্লা বাসী ও ভালোবাসা পোষনকারীদের প্রকৃত অর্থে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা (হিসেবে) বানানো।

(৩) মসজিদে মাদানী দরসের শুরাকাদের (অংশগ্রহণকারীদের) মাধ্যমে সপ্তাহে একবার এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের ব্যবস্থা করা।

(৪) মাদানী দরসের মাধ্যমে দরসের শুরাকাদের মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার উৎসাহিত করা এবং তাদের মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং করানোর মন মানসিকতা তৈরী করা।

(৫) সাপ্তাহিক ইজতিমা এবং সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় মধ্যে নির্ধারিত সময়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করা।

(৬) মসজিদের ইমাম সাহেব ও কমিটির সদস্যদের ও মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করার জন্য উদ্বুদ্ধ।

(৭) মসজিদ পর্যায়ে সদায়ে মদীনার ব্যবস্থা করা।

(৮) মসজিদে পর্যায়ে প্রতিদিন সাক্ষাতের জন্য ফজরের পর মাদানী হালকা শুরু করা এবং মসজিদের আশপাশে যে সব লোক নামায আদায় করেনা তাদেরকে নামাযের উৎসাহ দেয়া।

www.dawateislami.net

(৯) মসজিদের নিকটের প্রতিবেশী পুরনো ইসলামী ভাইদের মধ্যে থেকে যে প্রথমে আসত এখন আসে না, তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দান করা।

(১০) দরসের শুরাকাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লীগ ও মুয়াল্লীম বানানো।

(১১) মসজিদের নিকট চৌক দরসের ব্যবস্থা করা।

(১২) মসজিদের মধ্যে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের ধারাবাহিকতা শুরু করা এবং সেটা মজবুত করা।

ইলাহী হার মুবাল্লীগ পায়করে ইখলাছ বন জায়ে,
করম হো দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালো পর করম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী দরস দেওয়ার পদ্ধতি

তিনবার এই ভাবে ঘোষণা করুন: কাছাকাছি এসে বসুন। পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসে এই ভাবে শুরু করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এরপর এইভাবে দরুদ ও সালাত পড়ান:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

www.dawateislami.net

যদি মসজিদে দরস দেন, তবে এই ভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান। نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম)

তারপর এভাবে বলুন: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয় তবে যেভাবে আপনার সুবিধা হয় সেভাবে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে মাদানী দরস শ্রবণ করুন। কেননা, অমনযোগী হয়ে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক শরীর, মাথার চুল, দাঁড়ি ইত্যাদি কে নড়াচড়া করতে করতে শুনলে এর বরকত সমূহ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতে এইভাবে উৎসাহিত করুন) এটা বলার পর ফয়যানে সুন্নাত ইত্যাদি থেকে দেখে দরুদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। তারপর বলুন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যা কিছু লিখা রয়েছে তা পড়ে শুনিয়ে দিন। কোন আয়াত ও আরবী ইবারতের শুধুমাত্র অনুবাদ পড়ুন নিজের ইচ্ছানুসারে কখনো সারাংশ বর্ণনা করবেন না।

দরসের শেষে এইভাবে উৎসাহিত করুন

(প্রত্যেক মুবাল্লিগের মুখস্ত করে নেয়া উচিত। দরস ও বয়ানের শেষে কোনরূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে তারগীব দিন)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহণ করে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের **মাদানী কাফেলায়** সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন (মনমানসিকতা) গড়ে তুলুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য[১] **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

[১] এখানে ইসলামী বোনেরা এভাবে বলুন: "পরিবারের পুরুষদের মাদানী কাফেলায় সফর করাতে হবে।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ করম এ্যায়ছা করে তুজপে জাহাঁ মে
আয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচি হোঁ।

পরিশেষে খুশু ও খুযু (দেহ ও অন্তরে বিনয়ভাব)র সাথে একাগ্রচিত্তে দোয়াতে হাত উত্তোলনের আদব সমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দোয়া করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। **ইয়া আল্লাহ্!** দরসের ভূল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। আমাদেরকে পরহেজগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। **ইয়া আল্লাহ্!** আমাদেরকে তোমার এবং তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত আশিক বানিয়ে দাও। আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে মুক্তি দান করো । **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তারগীব দেয়ার উৎসাহ দান করো। **ইয়া আল্লাহ্!** মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান করো। **ইয়া আল্লাহ্!** ইসলামের উন্নতি দান করো এবং ইসলামের শত্রুদের অপদস্থ করো। **ইয়া আল্লাহ্!** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান করো।

www.dawateislami.net

ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে সবুজ গুম্বদের নীচে তোমার **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **মাদানী হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। **ইয়া আল্লাহ্!** মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দোয়া সমূহ কবুল করো।

কেহ্তে রেহ্তে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে,
কার্দে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর পর এই আয়াত পাঠ করুন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা: ২২, সুরা: আহজাব, আয়াত: ৫৬)

সবাই দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা: ২৩, সুরা: আস সাফাত)

www.dawateislami.net

দরসের উপকারীতা পাওয়ার জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয় বরং) বসে উৎফুল্লতার সহিত সবার সাথে সাক্ষাৎ করুন, কিছু নতুন ইসলামী ভাইকে আপনার কাছে বসিয়ে নিন এবং **ইনফিরাদি কৌশিশ** করে মুচকি হেসে তাদেরকে **মাদানী ইন'আমাত** ও **মাদানী কাফেলা**র বরকত সমূহ বুঝান। (বসে সাক্ষাৎ করার হিকমত এটাই যে, কিছু না কিছু ইসলামী ভাই হয়তঃ আপনার সাথে বসে থাকবে নতুবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকারী অধিকাংশ চলে যায়, আর এতে **ইনফিরাদি কৌশিশে**র সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।)

তুমে এ্যয় মুবাল্লিগ ইয়ে মেরী দোয়া হে,
কিয়ে জাও থে তুম তরক্কি কা জীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

আত্তারের দোয়াঃ ইয়া আল্লাহ! আমাকে এবং নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন কমপক্ষে দু'টি মাদানী দরস একটি ঘরে আর অন্যটি মসজিদে, চৌক অথবা স্কুল ইত্যাদিতে যিনি দেন ও শুনেন তাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৪) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান

(হাদফ: প্রতি যেলী হালকার মধ্যে কমপক্ষে একটি মাদ্‌রাসা, শুরাকা- ১৯ জন ইসলামী ভাই। সময় ৪১ মিনিট)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে প্রতিদিন প্রত্যেক যেলী হারকার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক ইসলামী ভাইদের বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কুরআনুল করীম পড়ানোর ধারাবাহিকতা হয়ে থাকে। যাকে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান বলা হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন আরবী ভাষার **(Arabic Language) আরবী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। **রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাকে আরবী উচ্চারণে ও ভঙ্গিতে পাঠ করার হুকুম কিছুটা এই ভাবে ইরশাদ করেন: "اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَب" অর্থাৎ কুরআনকে আরবী উচ্চারণে ও ভঙ্গিতে পড়। **(নাওয়াদিরুল উসূল, আল আসলুস ছালিস ওয়াল খামছুনা ওয়্যল মিয়াতানে আন্নাল কুরআন মিছলুহু, ২/২৪২)** কিন্তু দূর্ভাগ্য বশত! সঠিক মাখরিজের সাথে আরবী উচ্চারণে এখন কুরআনুল করীম তিলাওয়াতকারী খুব কম। ح এবং ه, ذ, ز, ظ, ض এবং ث, س, ص এবং ع এবং ء এর মধ্যে পার্থক্য করে পড়ুয়া খুবই কম। স্মরণ রাখবেন! সঠিক মাখরাজ সহকারে কুরআন পাঠ করা ফরয। লাহনে জলি, (অর্থাৎ হরফ কে হরফ দ্বারা পরিবর্তনের কারণে) যদি অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। তখন নামায ও ভঙ্গ হয়ে যায়। অতঃপর এই কারণে যে ইসলামী সঠিক মাখরাজ সহকারে কুরআন শরীফ পাঠ করতে জানেন না,

www.dawateislami.net

তাকে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের অধিনে সঠিক মাখরাজ সহকারে কুরআনুল করীম পাঠ করা ও পড়ানোর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।"

(বুখারী, কিতাব ফদ্বায়িলুল কুরআন, বাব খাইরুকুম মান, ১২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫০২৭)

মাদানী ফুল: ইশার পর বা ফজরের পর মসজিদ বা কোন জায়গায় প্রতিদিন মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালাগানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যদি যেলী হালকার মধ্যে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান মজবুত হয়ে যায় তবে ১২ মাদানী কাজের মাদানী বাহার আসবে। (বিস্তারিত জানার জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানের ২৯ মাদানী ফুল অধ্যয়ন করুন।

দে শওকে তিলাওয়াত দে জওকে ইবাদত,
রহো বা অযু মে ছদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) চৌক দরস

মসজীদ ও ঘর ছাড়া যেই জায়গায়, (চৌক, বাজার, স্কুল, কলেজ, বাজার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে) যে মাদানী দরস দেওয়া হয়, তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় চৌক দরস বলা হয়। চৌক দরসের উদ্দেশ্য হলো;

www.dawateislami.net

এমন ব্যক্তিদের নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছানো। যারা মসজিদে আসে না, যেন তারা ও মসজিদে আগমন কারী, জামাআত সহকারে নামায আদায় কারী হয়ে যায় এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তা কবুল করে সুন্নাতের রাস্তায় গমনকারী হয়ে যায়। মসজিদ থেকে বাইরে উপযুক্ত জায়গায় ইল্‌মে দ্বীনের দরসের উদাহরন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মোবারক সময়ে ও পাওয়া যায়। যেমনি ভাবে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ নসর বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার কিতাব "তামবীহুল গাফেলীন" এর মধ্যে বর্ণনা করেন: আমাকে ফোকাহায়ে কিরামগণের একটি দল এই কথা বলেছেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর শাষনামলে একবার হযরত সায়্যিদুনা ছুমাইর আছবাহী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এ উপস্থীত হন। তখন দেখলেন, এক জায়গায় লোকদের খুব ভীড়। কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার? তখন উত্তর দাতা আরয করলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হাদীসে পাকের দরস দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি ও সামনে অগ্রসর হয়ে ইল্‌মের ঐ সমুদ্র থেকে নিজের অংশ অর্জন করেন।

(তাম্বীহুল গাফেলীন, বাবুল উখলাছ, ৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পাঁচটি মাদানী কাজ

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মিনহাজুল আবেদীনের মধ্যে বলেন: মুসলমানদের ইজতিমায়ী ইবাদতের দ্বারা দ্বীনের শাক্তি অর্জন হয়ে থাকে। ইসলামের সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয়ে থাকে এবং কাফির ও বেদ্বীন মুসলমানদের ইজতিমা দেখে জ্বলতে থাকে এবং জুমা ইত্যাদি ধর্মীয় ইজতিমাতে **আল্লাহ্ তাআলার** বরকত ও রহমত অবতীর্ন হয়। এই জন্য নির্জনবাসী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক যে, জুমা জামাআত ও ধর্মীয় ইজতিমাতে সাধারণ মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করা।

(মিনহাজুল আবেদীন, আল উকবাতুল ছালেছা, আল আয়িকুছ ছানী আল খলক, ১২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের ইজতিমা সমূহ ইসলামের মান মর্যাদার প্রকাশস্থলই নয়, বরং শরীয়াতের আহকাম শিখার এক বড় মাধ্যম। আর যদি এর জন্য কোন বিশেষ দিন নিধার্রণ করা যায়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ একদিন একাত্রিত হওয়াটা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ- যখন মদীনার মধ্যে ইসলামের বার্তা ব্যাপক প্রসার হলো এবং শহর ও চারপাশের লোকেরা দলে দলে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে লাগল। তখন হযরত সায়্যিদুনা মুসয়াব বিন ওমাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে নবীর দরবার থেকে জুমার নামায প্রতিষ্ঠা কারার হুকুম হলো। যাতে তিনি ঐ সময় একত্রিত হওয়া সমস্ত ব্যক্তিদের ইজতিমায়ী ভাবে ইসলামী হুকুম আহকাম শিখাতে পারে। **(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়্য, বাবু বদয়ুল ইসলামীল আনসার ২য় খন্ড, ৩/১৬৩)** এইভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও জুমার দিন ওয়াজ নসীহতের জন্য নিদিষ্ট করে রেখেছিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব মানজায়্যালা লিআহলিল ইল্‌ম আয়্যামাম মালুমা, ৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭০)

www.dawateislami.net

অতঃপর ওয়াজ ও নসীহতের ঐ ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রেখে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সাপ্তাহিক ইজতিমা সমূহের ব্যবস্থা কিছুটা এইভাবে করা হয়েছে।

(৬) সাপ্তাহিক ইজতিমা

(**হাদফ:** প্রতি যেলী হালকার মধ্যে কমপক্ষে ১২জন ইসলামী ভাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ)

প্রত্যেক ছোট বড় শহরে (রুকনে শূরা বা নিগরানে কাবীনাতের অনুমতিক্রমে) মাগরীবের নামায থেকে শুরু করে ইশরাক-চাশ্‌ত পর্যন্ত সাপ্তাহিক ইজতিমা হয়ে থাকে।

মাদানী ফুল: যেই নামাযের পর ইজতিমা সংগঠিত হয়, ঐ নামায ইজতিমা হয় এমন মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করবে। প্রত্যেক যেলী হালকা থেকে কমপক্ষে ১২ জন ইসলামী ভাই অবশ্যই শুরু থেকে শেষ অর্থাৎ কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত থেকে শুরু করে ইজতিমা রাতে ইতিকাফ, তাহাজ্জুদ, ফজর ও ইশরাক-চাশত ইত্যাদি পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবে।

যিম্মাদাররা ইজতিমায় কিভাবে অংশগ্রহণ করবে?

যিম্মাদাররা সাপ্তাহিক ইজতিমার মধ্যে যখন অংশগ্রহণ করবে, তখন নিম্ন প্রদত্ত বিষয়াবলীর প্রতি খেয়াল রাখবেন:

❁ নিজের যেলী হালকা থেকে ইসলামী ভাইদেরকে সাথে করে নিয়ে আসবেন।

www.dawateislami.net

❀ ইতিকাফের নিয়্যতে সারা রাত ফয়যানে মদীনা/ ইজতিমা হয় এমন মসজিদে অতিবাহিত করতে মৌসুমের প্রেক্ষিতে চাদর বা লেপ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করুন।

❀ নতুন ইসলামী ভাইদের তোহফা দেওয়ার জন্য সামর্থ্য অনুসারে কিছু না কিছু রিসালা নিজের কাছে রাখুন। (এই রিসালা মাদানী ব্যাগের মধ্যে হলে তো মদীনা মদীনা। না থাকলে তবে পকেট সাইজের রিসালা পকেটে করে নিয়ে আসুন)

❀ নিজের খাবার সাথে নিয়ে আসুন এবং ইজতিমার পর নিজের এলাকার ইসলামী ভাইদের সাথেই খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। (ইসলামী ভাইদেরকে ও নিজের খাবার সাথে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করুন।)

❀ ইজতিমার পর নতুন আগত ইসলামী ভাইদের সাথে সামনে গিয়ে উৎফুল্ল ভাবে সাক্ষাত ও ইনফিরাদী কোশিশ করে মাদানী কাফেলার জন্য তৈরী করবেন এবং নিজের কাছে নাম ও ফোন নাম্বার লিখে পরবর্তীতে যোগাযোগও করবেন এবং অবস্থা অনুসারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ বা তালিব হওয়ার উৎসাহ দিবেন।

সাপ্তাহিক ইজতিমাকে মজবুত করার মাদানী ফুল

❀ নিগরানে কাবীনা/ নিগরানে ডিভিশন মুশাওয়ারাত, ইজতিমাগার নিকট বসবাসকারী ইসলামী ভাইদের মাসিক মাদানী মাশওয়ারা করবেন।

www.dawateislami.net

- যারা গাড়ি নিয়ে আসেন, তাদেরও মাদানী মাশওয়ারা করতে থাকুন।
- সাপ্তাহিক ইজতিমার মজলীশ এবং সেটার যিম্মাদার তৈরী করতে থাকুন এবং সময়ে সময়ে তাদের মাদানী মাশওয়ারা করতে থাকুন।
- যিম্মাদাররা জাদওয়ালোর মধ্যে বৃহস্পতিবার আসর থেকে শুক্রবার ইশরাক-চাশত ইজতিমা হয় ঐ মসজিদের জন্য নির্ধারিত করে দেন।
- নিজেও মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং অন্যকে ও সফর করান।
- সাপ্তাহিক ইজতিমার মজলীশ এমন ভাল মুবাল্লীগ, ক্বারী ও নাত পরিবেশনকারীদের জাদওয়াল বানান, যারা মাদানী মারকাযের মাদানী নিয়ম কানুনের অনুসারী হয়।
- সাপ্তাহিক ইজতিমার মধ্যে শূরাকার (অংশগ্রহণকারী) সংখ্যা কমে হয়ে যাওয়া অনেক বড় সাংগঠনিক ক্ষতি। এই জন্য ইজতিমার শূরাকাদের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য ধারাবাহিক চেষ্টা বহাল রাখবেন।
- সাপ্তাহিক ইজতিমার স্থান বাড়ালে বেশি লোক উপকৃত হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।
- নিগরানে ডিভিশন মুশাওয়ারাত/ নিগরানে কাবীন এবং নিগরানে কাবীনাত, মজলীশে জামেয়াতুল মদীনা ও মজলীশে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা, সাপ্তাহিক ইজতিমার মধ্যে জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদ্‌রাসাতুল মদীনার ছাত্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন, তেমনিভাবে তাদের অভিভাবকদেরকেও ইজতিমায় অংশগ্রহণ করাবেন।

www.dawateislami.net

❁ ইজতিমা জাদওয়াল মোতাবেক মাগরীবের পর থেকে দুই ঘন্টাই হবে। এর একটা হিকমত হলো, ডাক্তার, শূবায়ে তালীম, সাধারণ ব্যক্তি কর্মচারী, বিভিন্ন পেশার লোক ইত্যাদিদের সুবিধা হবে। তাদের বেশি থেকে বেশি যেন ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে।

জু পা বন্দ হে, ইজতিমাআত কা ভি,
মে দেতা হো উছ কো দোয়ায়ে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জাদওয়াল

১	মাগরীবের আযান	তিন মিনিট,	০৩ মিনিট
২	মাগরীবের নামায আওয়াবীন সহ	বিশ মিনিট	২০ মিনিট
৩	সূরা মূলকের তিলাওয়াত নিয়্যত সহ	সাত মিনিট,	০৭ মিনিট
৪	নাত শরীফ নিয়্যত সহ	পাঁচ মিনিট	০৫ মিনিট
৫	সুন্নাতে ভরা বয়ান	পঞ্চাশ মিনিট	৫০ মিনিট
৬	সুন্নাত ও আদব, ৬ দরূদ + ২টি দোয়া সম্বলিত	দশমিনিট	১০ মিনিট
৭	এলান	পাঁচ মিনিট	০৫ মিনিট
৮	জিকরুল্লাহ	পাঁচ মিনিট	০৫ মিনিট
৯	দোয়া	দশমিনিট	১০ মিনিট
১০	সালাত ও সালাম এবং জলীশ সমাপ্তির দোয়া	পাঁচ মিনিট	০৫ মিনিট
১১	**সর্বমোট**	**১২০ মিনিট**	**২ ঘন্টা**

www.dawateislami.net

সুন্নাতো কি লুঠনা জা কে মাতা, হো জাহা ভী সুন্নাতো কা ইজতিমা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) ছুটির দিনে ইতিকাফ

(এলাকা/ গ্রাম: হাদফ: প্রতি হালকার মধ্যে কমপক্ষে শূরাকা ৫ জন ইসলামী ভাই)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইতিকাফের নিয়্যতে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য মসজিদে অবস্থান করাটাও এক মহান ইবাদত। এই জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে আশপাশের শহরের লোকদের **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার জন্য জুমার দিন বা রবিবার ফজরের পর থেকে জুমার নামায পর্যন্ত বা সুবিধা অনুসারে আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়।

ছুটির দিনে ইতিকাফের মাদানী ফুল

- এলাকা থেকে যে সব ইসলামী ভাই, আশে পাশে গ্রামের মধ্যে ছুটির দিনে ইতিকাফের জন্য যায়। তাদের সাথে জামেয়াতুল মদীনার সম্মাণিত ছাত্রদেরকেও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো যাবে।
- জামেয়াতুল মদীনা থেকে যে সব সম্মাণিত ছাত্ররা ফজরের নামাযের পরে কোন গ্রামের মধ্যে যায় তখন তাদের সাথে কোন একজন উস্তাদকে ও ব্যবস্থা করবে (পাঠাবে)।

www.dawateislami.net

❀ সর্বপ্রথম সুন্নাত ও দোয়া শিখা ও শিখানোর হালকা লাগাবে।

❀ জুমার নামাযের আগে এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের ব্যবস্থা করবে।

❀ জুমার নামাযের পরে স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে মাদানী হালকা এবং আসরের বয়ানের পর পুনরায় ফিরে আসার ব্যবস্থা করবে।

মদীনা: সম্মাণিত ছাত্ররা যেখানে যাবে তবে তাদের মাদানী কাফেলা আকারে পাঠাবে।

মাদানী ফুল: প্রতি সপ্তাহের ছুটির দিন, প্রত্যেক নিগরানে হালকা মুশাওয়ারাত, নিগরানে এলাকা শহর মুশাওয়ারাতের মাশওয়ারা অনুসারে শহরের আশে পাশের এলাকা বা কোন গ্রামের মধ্যে জুমা থেকে আসর বা আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত ইতিকাফের ব্যবস্থা করবে।

মদীনা: আশপাশের এলাকা দ্বারা উদ্দেশ্য আশপাশের গ্রাম ও গ্রামবাসী ছাড়াও শহরের নতুন এবং দূর্বল এলাকাও রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা!

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট আকীদা ও আমল, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবন, ডাক্তারী ও রুহানী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেগুলোর উত্তর প্রদান করেন।

www.dawateislami.net

এটাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় মাদানী মুযাকারা বলা হয় এবং প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিত হওয়া মাদানী মুযাকারাকে সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা নাম দেওয়া হয়েছে।

মাদানী ফুল: যেলী হালকার ইসলামী ভাই, ডিভিশনের আওতায়, জামেয়াতুল মদীনা/ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা/ ফয়যানে মদীনা (মসজীদের বাইরে) প্রত্যেক সপ্তাহে ইজতিমায়ী ভাবে মাদানী মযাকারার মধ্যে অংশগ্রহণ করবে বা নিগরানে কাবীনার মাশওয়ারা অনুসারে কোন এক জায়গার নির্ধারণ করে নিবে।

(৯) সাপ্তাহিক ক্যাসেট ইজতিমা

(**হাদফ:** প্রতি যেলী হালকার মধ্যে সাপ্তাহিক শূরাকা কমপক্ষে ১২ জন ইসলামী ভাই)

যেলী হালকার আওতার কোন ইসলামী ভাইদের ঘরে কিছু ইসলামী ভাই একত্রিত হয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা, বয়ানের **V.C.D.** দেখুন, বা ক্যাসেট শুনুন। একে **V.C.D** ক্যাসেট ইজতিমা বলা হয়।

মাদানী ফুল: প্রত্যেক যেলী হালকার মধ্যে সপ্তাহিক ক্যাসেট ইজতিমা/ **V.C.D** ইজতিমা নির্দিষ্ট সময়ে করো অপেক্ষা না করে ঘর পরিবর্তন করে নতুন নতুন ইসলামী ভাইদের অংশ গ্রহনের দাওয়াত দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে করা যাবে। তিলাওয়াত ও নাত দ্বারা শুরু, সালাত ও সালামের তিন আশআর এবং সংক্ষিপ্ত দোয়ার মাধ্যমে শেষ করবে।

www.dawateislami.net

চা ইত্যাদি ছাড়া "রিসালা বন্টন" এবং ইনফিরাদী কৌশিশের ব্যবস্থা করবে। বিস্তাররিত জানার জন্য ক্যাসেট/ **V.C.D** ইজতিমার মাদানী ফুল পড়ুন। ক্যাসেট/ **V.C.D** ক্রয় করা, বিক্রি করা, শুনা ও শুনানোর মন মানসিকতা তৈরী করুন। প্রতি মাসে কমপক্ষে ২৬টি ক্যাসেট/ **V.C.D** বিক্রি বা বন্টন করবেন।

(১০) এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত

(**হাদফঃ** শূরাকা কমপক্ষে ৪ জন ইসলামী ভাই)

মারকাযি মজলীশে শূরার পক্ষ থেকে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে সপ্তাহে একদিন (বুধবার) প্রত্যেক মসজিদের আশপাশে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে ঘরে এবং দোকানে অবস্থিত। যখনি রাস্তায় দাড়ানো আছে এবং আসা-যাওয়া কৃত সমস্ত ব্যক্তিদের নেকীর দাওয়াত প্রদান করা হয়। এটাকে এলাকায়ে দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত বলা হয়।

করম ছে, "নেকী কি দাওয়াত" কা খোব জযবা দে,
দো ধূম সুন্নাতে মাহবুব কি মাছা ইয়ারব।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াত প্রকৃত পক্ষে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ব্যবহৃত একটি বিশেষ পরিভাষা,

www.dawateislami.net

যেটার দ্বারা উদ্দেশ্য اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুর উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পদ-পর্যায় অনুসারে এবং সামর্থ অনুযায়ী ওয়াজীব। এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাত এবং ইজমাউল উম্মত ও, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ আদেশ প্রয়োগকারী দায়িত্বশীল বাদশা, ওলামায়ে কিরাম বরং প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। এটাকে শুধুমাত্র একটা শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়াটা উচিত নয়। আর বাস্তবতা এটাই যে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি এটাকে নিজ দায়িত্ব মনে করে তবো সমাজে নেকীর বেষ্টনী তৈরী হবে।

(মিরআতুল মানজীহ, নেক বাতো কা হুকুম দেনা, ১ম পরিচ্ছেদ, ৬/৫০২)

মন্দকে পরিবর্তন করার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীকে তার সামর্থ্য অনুসারে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। কেননা, ইসলামে কোন মানুষকে তার সামর্থের বাইরে কষ্ট দেওয়া হয় না। ক্ষমতা সম্পূর্ণ মালিক, শিক্ষক **(Teacher)**, বাবা, মা **(Parents)** ইত্যাদি যারা তাদের অধিনস্থদের নিয়ন্ত্রন **(Control)** করতে পারে, তারা আইনের উপর কঠোর হয়ে আমল করিয়ে এবং বিরোধীতা করলে শাস্তি দিয়ে মন্দ কে নিঃশেষ করতে পারেন। ইসলামের মুবাল্লীগগণ, ওলামায়ে কিরাম, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম, উদাহরণ স্বরূপ- রেডিও এবং টেলিভিশন ইত্যাদিতে সব লোক তাদের আলোচনা, লিখনী, বরং কবি তাদের কবিতার মাধ্যমে মন্দের মুলোৎপাটন করবে এবং নেকীতে সমৃদ্ধ করবে মুখের দ্বারা,

www.dawateislami.net

অর্থাৎ মৌলিক ভাবে নেকীর দাওয়াত প্রদান করার ক্ষেত্রে এই সব অবস্থা এসে থাকে এবং সাধারণ মুসলমান যাকে নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব নেই এবং না আলোচনা, লিখনীর মাধ্যমে মন্দ কে নিঃশেষ করতে পারছে না, তবে সে ঐ মন্দকে যেন অন্তরে মন্দ জানে। যদি ও তা দূর্বলতম ঈমানের স্তর। কেননা, চেষ্টা করে মৌখিক ভাবে বাঁধা দেওয়া উচিত। কিন্ত অন্তরে যখন খারাপ মনে করবে, তখন অবশ্যই নিজে মন্দের নিকটেও যাবে না। আর এই ভাবে সমাজের অসংখ্য লোক আপনা আপনি ভাবে সঠিক পথে চলে আসবে।

(মিরআতুল মানাজীহ, নেক বাতো কো হুকুম দেনা, ১ম পরিচ্ছেদ, ৬/৫০৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ইল্‌মে দ্বীন **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মীরাস, যেটা অর্জনের জন্য প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। যেমনি ভাবে বর্ণিত আছে: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বাজারে (তাশরীফ নিয়ে) গেলেন, আর লোকদেরকে বললেন: হে লোকেরা! আমি তোমাদের এখানে দেখছি, অথচ ঐ খানে **তাজেদার মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মীরাস বন্টন হচ্ছে। তোমরা গিয়ে নিজের অংশটা কেন নিয়ে নিচ্ছ না? এটা শুনে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: কোথায় মীরাস বন্টন হচ্ছে? তখন তিনি বললেন: মসজিদে। তারা তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে চলতে লাগলো, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ফিরে এসে তারা বললো: আমরা তো সেখানে কোন মীরাস বন্টন হতে দেখিনি।

www.dawateislami.net

বললেন: তবে তোমরা কি দেখেছ? তারা বললো: আমার দেখলাম, কিছু লোক নামায আদায় করছে এবং কিছু লোক তিলাওয়াত করছে, আর কিছু লোক ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করছে। এতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: এটাই তো **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মীরাস। **(মুজামু আউসাত ১/৩৯০ হাদীস, ১৪২৯)**

ফরমানে আমীরে আহলে সুন্নাত: দা'ওয়াতে ইসলামীর যে বড় থেকে বড় যিম্মাদার এলাকায়ী দাত্তরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে না। সে আমার মতে কঠোর দায়িত্ব হীনতার অপরাধের অপরাধী (যে অপারগ অক্ষম) সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিদিষ্ট করে আপন যেলী হালকায় (মসজিদ ও তার আশপাশের এলাকার) ঘর ঘর, দোকান দোকানে গিয়ে নেকীর দাওয়াত অবশ্যই দিবে। (আবাসিক এলাকার মধ্যে আসর থেকে মাগরিব বা মাগরিব থেকে ইশা, ব্যবসা কেন্দ্রের মধ্যে যোহর বা আসরের আগে) যদি আপনি একা হন, তখন মিনা পাহাড়ে একাকী তাবুতে গিয়ে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দাতা **মক্কী মাদানী মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করবেন।

আত্তারের দোয়া:

জু নেকী কি দাওয়াত কি ধূমো মাচায়ে,
মে দেতা হো উচ্ কো দোয়ায়ে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাসিক দুইটি মাদানী কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত ঐ মাদানী উদ্দেশ্যকে আপন করে নিন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" অতঃপর এই মাদানী উদ্দেশ্য অর্জনের যেটা সহজতর রাস্তা রয়েছে, এর জন্য নিম্ন প্রদত্ত মাসিক দুইটি মাদানী কাজ আবশ্যক/ জরুরী।

(১১) মাদানী কাফেলা

(**মাসিক হাদফ:** প্রতি হালকার মধ্যে ১২ জন ইসলামী ভাই তিন দিনের জন্য)

সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সফর করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়া খুবই জরুরী। কেননা, সারা দুনিয়া মধ্যে নেকীর দাওয়াত মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে ব্যাপক প্রসার করা যায়। আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে ও **আল্লাহর** রাস্তায় অসংখ্যবার সফর করেছেন। যেই সময়ে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মুসীবত সহ্য করেন। ভৎসনা শুনেন, আঘাত সহ্য করেন, পাথরের আঘাত সহ্য করেন, ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধেন। কিন্তু তারপর ও রাতে উঠে কেঁদে কেঁদে লোকদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করেন এবং লোকদের কাছে গিয়ে গিয়ে ইসলামের দাওয়াতকে প্রসার করেন।

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অধিকাংশই এইরূপ ছিলেন, যারা **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করেন। তারপর এটাকে সারা দুনিয়ায় প্রচারের জন্য **আল্লাহর** রাস্তায় সফর করেন। এই কারণে সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মাজার শুধুমাত্র মদীনা শরীফে নয়, বরং দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায়ও বিদ্যমান রয়েছে। তাদের পর তাবেয়ীন তবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে ইজাম এবং আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নেকীর দাওয়াত কে ব্যাপক প্রসার করার এই ধারাবাহিকতাকে চমৎকার ভাবে সমুন্নত রেছেন। (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের ঐ মুসলমান যারা সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সংস্পর্শে ছিলেন। তাদেরকে "তাবেয়ী" বলা হয়, আর ঐ সব মুসলমান যারা ঐ তাবেয়ীনের সংস্পর্শে ছিলেন। তাদেরকে তবে তাবেয়ীন বলা হয়। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সাহাবাগণের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পরে সমস্ত উম্মতদের মধ্যে তাবেয়ীনগণ উত্তম ও মর্যাদাবান এবং তাঁদের পরে তবে তাবেয়ীন গনের মর্যাদা (হামারা ইসলাম, চতুর্থ খন্ড, ১ম অধ্যায়, ১০২ পৃষ্ঠা)) সেটা ইতিহাস বিদদের কাছে গোপন নেই, অতঃপর ইসলামের পূর্ববতী বুযুর্গদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه মুসলমানদের সংশোধনের জন্য দিন রাত চেষ্টা করেন। তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه ইসলামী ভাইদের বিশেষ করে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিতে থাকেন।

www.dawateislami.net

যদি প্রত্যেক ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশকারী মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন দুইজন ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলার দাওয়াত দেয় তবে একমাসে ৬০ ইসলামী ভাই হবে। ১২ শতাংশ সফলতা অর্জন হলে তবে প্রতিটি যেলী হালকা থেকে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলা তৈরী হতে পারে এবং এই মাদানী কাজের বরকতে সারা দুনিয়ার মধ্যে শুধু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যাপক সাড়া জাগবে না বরং কিছু সময়ের মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তা প্রতিটি দেশে, প্রতিটি প্রদেশে, প্রত্যেক শহর, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লা এবং প্রতিটি ঘরের মধ্যে পৌঁছে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

হার মাহ মাদানী কাফেলা মে ছব করে সফর,
আল্লাহ! জযবা কর আতা ইয়া রব্বে মুস্তফা!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩১ পৃষ্ঠ)

মাদানী কাফেলার ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী কাফেলা গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন:

(১) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র স্থায়িত্ব মাদানী কাফেলার মধ্যে।

(২) মাদানী কাফেলা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য মেরুদন্ডের হাঁড়ের পদ মর্যাদা রাখে।

(৩) আমার পছন্দের ইসলামী ভাই সেই, যার লাখো অলসতা থাকা সত্ত্বেও তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করে,

www.dawateislami.net

যে দাঁড়ি ও যুলফী সজ্জিত এবং সুন্নাত অনুসারে মাদানী পোশাক, ও পাগড়ী শরীফ সজ্জিত। আমার পরিশ্রমী ছেলে পছন্দ অর্থাৎ যে মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর ও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে।

(৪) সকল ইসলামী ভাইদের ব্যাস এই প্রবল আকর্ষণ হওয়া উচিত, যেভাবেই সম্ভব হয় লোকদেরকে মাদানী কাফেলার জন্য তৈরী করবে।

(৫) আমাদের গন্তব্য মাদানী কাফেলার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মধ্যে সুন্নাতের বাহার ব্যাপক প্রসার করা।

(৬) দুনিয়াবী বা সাংগঠনিক কাজে চাই। যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, যতক্ষন পর্যন্ত শরয়ী কোন বাঁধা না হয়। প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় অব্যশই সফর করুন।

(৭) এদিক সেদিকের কথার স্থলে মাদানী কাফেলার কথাই বলুন। আপনার চাদর, বিছানা ব্যাস! মাদানী কাফেলা, মাদানী কাফেলা. মাদানী কাফেলা, মাদানী কাফেলা, মাদানী কাফেলা।

যায়্যে নেকী কি দাওয়াত দিজিয়ে যা যা কে ঘর,
কি জিয়ে হার মাহ মাদানী কাফিলো মে ভী সফর।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আত্তারের দোয়া

হে আল্লাহ্! প্রতি মাসে তিন দিন, প্রতি ১২ মাসে একাধারে একমাস এবং সারা জীবনে একাধারে ১২ মাসের জন্য তোমার রাস্তায় সফর করার আকাংখীদের এবং তাদের সদকায় আমাকে ও বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

সফর জু করে কাফেলা মে মুছল ছল,
মে দেতা হো উছকো দোয়ায়ে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১২) মাদানী ইনআমাত

(**হাদফঃ** প্রতি যেলী হালকার মধ্যে ১২ জন ইসলামী ভাই)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে নেকী করতে ও গুনাহ থেকে বাঁচার নিয়মাবলী সম্পর্কিত শরীয়াত ও তরীকতের সমান্বিত সমষ্টি ৭২টি মাদানী ইনআমাত। প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। অতঃপর নিজের সংশোধনের জন্য নিজেও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করুন এবং ইনফিরাদী কৌশিশকারী মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের মাধ্যমে প্রতি মাসে মাদানী ইনআমাতের কমপক্ষে ২৬টি রিসালা বন্টন করে উসুল করার (পুনরায় আদায়) চেষ্টা করুন।

www.dawateislami.net

মাদানী ইনআমাতের ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী ইনআমাতের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন:

- যখন আমি জানতে পারি যে, অমুখ ইসলামী ভাই বা অমুক ইসলামী বোন মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে তখন অন্তর (সুন্দর) বাগান, বাগান বরং মদীনার বাগানে পরিণত হয়ে যায়। বা শুনি যে, অমুক মুখের বা চোখের বা এর মধ্যে থেকে কোন একটার কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়েছে। তখন আশ্চার্য্যজনক প্রফুল্লতা অর্জিত হয়।
- যে কেউ মাদানী ইনআমাত অনুসারে ইখলাসের (একনিষ্টতার) সাথে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে, তবে সে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে।
- মাদানী ইনআমাত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা, যেহেতু এটা দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকারীতা সম্বলিত, এই জন্য শয়তান এই কথায় ভরপুর চেষ্টা করবে যে, যাতে আপনার স্থায়িত্ব অর্জিত হয়। কিন্তু আপনি সাহস হারাবেন না এবং দয়া করে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের মাদানী ইনআমাত অনুসারে আমল করতে উৎসাহিত করতে থাকুন। দুই এক বার বলার পর যদি আমল না করে তবে নিরাশ হবেন না, বরং ধারাবাহিক ভাবে বলতে থাকুন।

www.dawateislami.net

কানের মধ্যে বার বার পতিত কথা কোন না কোন সময় অন্তরে গেথে যাবে। স্মরণ রাখবেন! যদি একজন ইসলামী ভাই ও আপনার বুঝানোতে আমল শুরু করে দেয় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার জন্য সাওয়াবে জারিয়া অর্জিত হবে। আপনার অন্তর প্রশান্ত হবে এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার এলাকার মধ্যে না শুধু কুরআন ও সুন্নাতের মাদানী কাজ চলবে বরং দৌড়বে, নয় নয় এর পাখা গজাবে এবং অনতিবিলম্বে মদীনা শরীফের দিকে উড়তে শুরু করবে এবং اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানের মধ্যে আপনার তরী পার হয়ে যাবে।

তু ওলী আপনা বানালে উছ কো রব্বে লাম ইয়াজাল,
"মাদানী ইনআমাত" পর করতা হে জু কুয়ী আমল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নাচ রং এবং মদ্যপানে অভ্যস্থ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতকে আপন করে নিতে এবং নিজ বক্ষকে ইশ্‌কে রাসূলের মদীনা বানাতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সদা প্রস্ফুটিত ফুল মাদানী পরিবেশে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। উৎসাহের জন্য একটি সুন্দর সুগন্ধি যুক্ত মাদানী বাহার উপস্থাপনা করছি: এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বর্ণনা পেশ করছি।

www.dawateislami.net

মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে আমি না শুধু গুনাহের জলাভূমিতে খারাপ ভাবে ফেঁশে ছিলাম। বরং আমার আকীদা বিশুদ্ধ ছিলো না। নামাযের প্রতি এই পরিমান উদাসীন ছিলাম যে, ঈদের নামায ও আদায়ের সৌভাগ্য হতো না। রমযান শরীফে সকল মুসলমান রোযা রাখতো। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম। দিনে চাকুরী করতাম, আর সারা রাত মাদক, ও মদ্য পানের নেশায় ডুবে থাকতাম। টিভি তে সিনেমা-নাটক দেখতাম এবং কুদৃষ্টি দিয়ে নিজের আমল নামার মধ্যে গুনাহের বোঝা বাড়াতাম, বিয়েতে নাচ গানের বিলাসী ছিলাম। গুনাহের অন্ধকার থেকে বের হওয়ার মাধ্যম এটাই হলো যে, আমাদের দোকানের সামনে কিছু ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাত থেকে চৌক দরস দিতেন। কখনো কখনো প্রথা অনুসারে আমি ও অংশগ্রহণ করতাম। তারা বারবার আমাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণের দাওয়াত দিতেন, কিন্তু আমি প্রত্যেকবার কোন না কোন বাহানা বানিয়ে নিতাম। একদিন তাদের অনুরোধে লজ্জিত হয়ে ইজতিমায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং ইজতিমায় উপস্থিত হয়ে গেলাম। যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন ইজতিমার মধ্যে সংগঠিত হওয়া বয়ান, জিকির, নাত, ভাবাবেগ পূর্ণ দোয়া আমাকে এতটুকু প্রভাবিত করলো যে, আমার জীবনটাই একেবারে বদলে গেলো, মাদক, মদ্যপান এবং নাচ-গান থেকে তাওবা করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী পরিবেশের বরকতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, মসজিদে জামাআত সহকারে আদায়কারী হয়ে গেলাম,

www.dawateislami.net

আমার মতো গুনাহে জর্জরিত ব্যক্তি মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে দ্বীনের গুরুত্ব পূর্ণ মাসআলা মাসায়িল শিখে নিলাম এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি শরীফ ও সাজিয়ে নিলাম, মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার মন্দ আকীদা ও সংশোধন হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দরস ও মাদানী কাফেলার বরকতে আমার মত নাচ রংয়ের প্রেমীক ও মদ্য পানের অভ্যাসী সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেলো। এটা লিখা পর্যন্ত গ্রামের আশে পাশে এবং বিশেষ ইসলামী ভাইদের (বোবা, অন্ধ, বধির) মধ্যে মাদানী কাজের সাড়া জাগাচ্ছি। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনায়্যে জু ছদা কেলিয়ে "সুন্নাতে নবী",
মেরী দোয়া হে খুলদ মে জায়ে নবী কি ছাত।
ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামী কা ছদা,
তুম মাদানী কাম করতে রহো তান্দাহি কি ছাত।
ছরকার হাজিরী হো মদীনে কি বার বার,
আত্তার কি হে আরয বড়ি আজিযি কি ছাত।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

স্থায়ী সাপ্তাহিক জাদওয়াল

(বরায়ে নিগরানে হালকা মুশাওয়ারাত)

আমীলে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **এর বাণী:** "যে এটা চাই যে, আমি তাকে ভালবাসবো, তবে তার উচিত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করা।"

(মাদানী মুযাকারা, ১৫০ নম্বর)

হালকার নাম:	**নাম! শহর/এলাকা:**	**ডিভিশন:**
নাম নিগরানে হালকা মুশাওয়ারাত:	**নিগরানে শহর/ এলাকা মুশাওয়ারাত:**	
নিগরানে ডিবিশন মুশাওয়ারাত:	**কাবীনার নাম/ কাবীনাত:**	
নাম নিগরানে কাবীনা:		

যেলী হালকা নাম্বার	**দিন**	**মসজীদের নাম: (যেলী হালকা, মসজিদ ছাড়া হলে তখন এখানে সেটার নাম লিখে দিন)**	**যেলী হালকার উপস্থীতির সময়/ নামায**
১	জুমা		
২	শনিবার (ইশার পর সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা)		
৩	রবিবার		
৪	সোমবার		
৫	মঙ্গলবার		
৬	বুধবার		
৭	বৃহস্পতিবার: **(সাপ্তাহিক ইজতিমা, মাগরীব থেকে ইশরাক, চাশ্‌ত পর্যন্ত)**		

(হালকা নিগরান, শহরের নিগরান/ এলাকার মুশাওয়ারাত এর সাথে পরামর্শ করে একবারই এই জাদওয়াল তৈরী করুন। প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন ও শহরের নিগরান/ এলকার মুশাওয়াত এর সাথে মাশওয়ারা করে করবেন)

www.dawateislami.net

ঘরে মাদানী পরবেশ তৈরীর জন্য:

ঘরের সদস্যদের মাঝে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা-নাটক, গান বাজনা শুনা ইত্যাদি গুনাহের অভ্যাস থাকে, আপনি ঘরের কর্তা না হন এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি তাদের বারণ করলে তারা আপনার কথা শুনবে না, তখন বারবার তর্ক না করে সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশীত সুন্নাতে ভরা বয়ানের অডিও/ ভিডিও ক্যাসেট শুনান। মাদানী চ্যানেল দেখলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী সুফল আসবেই।

চালু করণের তারিখ: ৪ যিলকদ, ১৪৩৬ হিজরী ২০ আগষ্ট, ২০১৫ইং
(পাকিস্তান ইন্তিযামী কাবীনা)

☆ ☆ ☆

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মাসিক জাদওয়াল

মুবাল্লীগের নাম:	যিম্মাদারী:

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী: "যে এটা চাই যে, আমি তাকে ভালবাসবো। তবে তার উচিত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করা।"
(মাদানী মুযাকারা, ১৫০ নম্বর)

নাম কাবীনা ও কাবীনাতহ:	মাদানী মাস ও সন:	খ্রীষ্টাব্দ ও সন:

মাদানী তারিখ	হিজরী তারিখ	দিন	স্থান:	সময়:	আগাম জাদওয়াল/ ব্যস্থতার অবস্থা	কারকারদিগির জাদওয়াল।
১						
২						
৩						

www.dawateislami.net

৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						
১২						
১৩						
১৪						
১৫						
১৬						
১৭						
১৮						
১৯						
২০						
২১						
২২						
২৩						
২৪						
২৫						
২৬						
২৭						
২৮						
২৯						
৩০						

www.dawateislami.net

☆ নিগরানে কাবীনার জন্য: কাবীনার মাসিক মাদানী মাশওয়ারা কোন তারীখে হয়েছে?..... মোট আরাকীনে কাবীনা:..... কতটি মাদানী মাশওয়ারায় উপস্থীত হয়েছে?..... মোট ডিভিশন: ..... কতটি ডিভিশনে উপস্থীত হয়েছে? ..... কতটি ডিভিশনের মাদানী মাশওয়ারা করেছে? .....

☆ নিগরানে ডিভিশন মুশাওয়ারাতের জন্য: ডিভিশনের মাসিক মাদানী মাশওয়ারা কোন তারিখ হয়েছে?..... মোট আরীকীনে ডিভিশন মুশাওয়ারাত:..... কতটি মাদানী মাশওয়ারায় উপস্থীত হয়েছে? ..... মোট হালকা:..... কতটি হালকার মধ্যে মাদানী মাশওয়ারা করা হয়েছে?.....

☆ শূবার যিম্মাদারদের জন্য: শূবার মাসিক মাদানী মাশওয়ারা কত তারিখে হয়েছে?..... মোট যিম্মাদারগন/ মাদানী মাশওয়ারায় কতজন এসেছে? ...../.....

☆ নিগরানী এলাকায়ী মুশাওয়াতের জন্য: এলাকায়ী মাসিক মাদানী মাশওয়ারা কত তারিখে হয়েছে? ..... মোট আরাকিনে এলাকায়ী মুশাওয়ারাত:.....। কতটি মাসিক মাদানী মাশওয়ারার মধ্যে উপস্থীত হয়েছে? ..... মোট যেলী **হালকা:**.....। কতটি যেলী হালকায় উপস্থীত হয়েছে?.....। দিনের স্থায়ী ব্যস্থতা শনিবার: (ইশারের পর সাপ্তাহিক মাদানী **মুযাকারা):** বৃহস্পতিবার (সাপ্তাহিক ইজতিমা, মাগরীব থেকে ইশরাক-চাশ্ত পর্যন্ত)

www.dawateislami.net

মাসিক কারকারদিগির সারাংশ

মাদানী কাজ	কারকারদিগি	মাদানী কাজ	কারকারদিগি	মাদানী কাজ	কারকারদিগি
কত মঙ্গলবার লেখালেখীর কাজ করেছে?		কতদিন সদায়ে মদীনা দিয়েছে?		ফজরের পর হালকায় অংশগ্রহণ?	
কতটি সাপ্তাহিক ইজতিমায় বয়ান করেছে?		কতটি ডিভিশনের মাদানী মাশওয়ারা করেছে?		শুবাজাতের কতটি মাদানী মাশওয়ারা করেছে?	
কতটি সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছে?		কাবীনাতের মাদানী মাশওয়াতের মধ্যে অংশগ্রহণ?		কাবীনার মাদানী মাশওয়ারায় অংশগ্রহণ?	
কতটি মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করেছে?		মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর কতদিন?		কতদিন ফিক্‌রে মদীনা করছে?	
কতটি জামেয়াতুল মদীনায় (বালক) উপস্থীত হয়েছে?		কতটি মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় (বালক) উপস্থীত?		কত শহর/ গ্রামের মধ্যে উপস্থীত?	
কতটি রিসালা পড়েছে?		কতটি এলাকায়ী দাওরার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে?		কতদিন ২টি দরস দিয়েছে/ শুনেছে?	

www.dawateislami.net

☆ নিগরানে কাবীনাত/ নিগরানে কাবীনা তার অগ্রীম জাদওয়াল প্রত্যেক মাদানী মাসের (১৯ থেকে ২৬) এবং কারকারদিগি জাদওয়াল তিন দিনের ভিতর তার নিগরান এবং পাকিস্তান ইন্তিযামী কাবীনা মাকতাব **(pakkarkrdagi@dawateislami.net)** এই মেইল করবে।

☆ রূকনে কাবীনা এবঙ নিগরানে ডিবিশন মুশাওয়ারাতে অগ্রীম কারকারদিগি জাদওয়াল কাবীনাত মাকতাবের মধ্যে ই-মেইল করবে/ পোষ্ট করবে।

জাদওয়াল তৈরীর তারিখঃ..... জমা করার তারিখ:.....

স্বাক্ষর .....

চালু করণের তারিখঃ ৪ জিলকদ. ১৪৩৬ হিজরী, ২০ আগষ্ট ২০১৫ইং

(পাকিস্তান ইন্তিযামী কাবীনা)

তানজীমি (সাংগঠনিক) পরিভাষা ও মাদানী পরিবেশের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য শব্দ

এর পরিবর্তে	এটা বলুন	এর পরিবর্তে	এটা বলুন
কাফেলা	মাদানী কাফেলা	এক বছরের কাফেলা	১২ মাসের কাফেলা
৩০ দিনের কাফেলা	একমাসের কাফেলা	বৈঠক	মাদানী হালকা
কনভিছ করা	যেহেন বানানো/ বুঝানো	বক্তব্য/ লেকচার	বয়ান
সুক্ষ্ম বিষয়	মাদানী ফুল	মিটিং/ মাশওয়ারা	মাদানী মাশওয়ারা

www.dawateislami.net

ইনআমাত	মাদানী ইনআমাত	মাদানী ইনআমাতর কার্ড	মাদানী ইনআমাতের রিসালা
কাজ	মাদানী কাজ	মাহল	মাদানী মাহল
হুলিয়্য	মাদানী হুলিয়	তরবিয়াতি কোর্স	মাদানী তরবিয়াতী কোর্স
১২ দিনের কোর্স	১২ দিনের মাদানী কোর্স	গুলদস্তা	মাদানী গুলদস্তা
চ্যালেন	মাদানী চ্যালেন	প্যাড	মাদানী প্যাড
তরবিয়্যত	মাদানী তরবিয়্যত	তরবিয়্যতগাহ্	মাদানী তরবিয়্যতগাহ্
মুযাকারা	মাদানী মুযাকারা	টুপি বুরকা	মাদানী বুরকা
এষ্টাপ	মাদানী আমলা	মারকায	মাদানী মারকায
চাদর	মাদানী চাদর	ইষ্টেইজ	মঞ্চ
শিডিউল/ টাইম টেইবল	জাদওয়াল	রিপোর্ট	কারকারদিগি
টার্গেট	হাদফ	পরিশ্রম করে	চেষ্টা করে।
রাবতা কমিটি	মজলিশে রাবতা	ওয়ার লার শূরা	মারকাযী মজলিশে শুরা
ইজতিমা	সুন্নাতে ভরা ইজতিমা	মহিলাদের ইজতিমা	ইসলামী বোনদের ইজতিমা
ইচ্ছা	নিয়্যত	ছব্বিশ	ডবল ১২
দপ্তর / কেমপ	মাকতাব	হাসপাতাল / ক্লিনিক	মুশ্তাশফা / ক্লিনিক
ব্যক্তি বান্দা, ছোল, ভাই	ইসলামী ভাই	মহিলা	ইসলামী বোন
সৎকাজের আদেশ	নেকীর দাওয়াত	এই ফলাফল বের হলো যে,	এই মাদানী ফুল মিলল যে,
V.I.P	শখসিয়্যত	প্রোগ্রাম	সিলসিলা
চাকর	খাদিম	ওয়াকফ	ওয়াকফে মদীনা
আপনারা পর্যবেক্ষণ করলেন!	আপনারা দেখলেন!	হালিম	খিচুড়ী

www.dawateislami.net

হোল্ড করুন	صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!	ক্ষুধার্ত থাকা	পেটের কুফ্‌লে মদীনা
চোখের হিফাজত করা	চোখের কুফ্‌লে মদীনা	অনর্থক আলাপ ও অপ্রয়োজনীয় কথা বার্তা থেকে বাঁচা	মুখের কুফ্‌লে মদীনা
ঘরে ঘরে গিয়ে তবলীগ করা	ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেওয়া	নামাযের জন্য আওয়াজ দেওয়া	সদায়ে মদীনা দেওয়া
অঙ্গ সমূহকে গুনাহ অথবা থেকে বাঁচাঁনো		কুফলে মদীনা লাগানো	
মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পর পরিবর্তন আসা		মাদানী পরিবর্তন	

দেশ ও শহরের তানযীমি (সাংগঠনিক) নাম

এর পরিবর্তে	এটা বলুন	এর পরিবর্তে	এটা বলুন
সৌদি আরব	আরব শরীফ	মানছেহরা	মাদানী ছেহরা
শ্রীলঙ্কা	ছিলংকা	লাড়কানা	ফারুক নগর
সিন্ধু	বাবুল ইসলাম সিন্ধু	ফয়সল আবদ	সারদার আবাদ
করাচী	বাবুল মদীনা করাচী	ছারগোদা	গুলজার তৈয়্যবা
ইন্ডিয়া / ভারত	হিন্দ	কোটরি	কোট আত্তারী
সিয়ালকোট	যিয়াকোট	ইবট আবাদ	রহমত আবাদ
লাহোর	মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	নাগপুর	তাজপুর
মুলতান	মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান	হরিপুর	সব্‌জ পুর
হায়দারাবাদ	যমযম নগর হায়দারাবাদ		

www.dawateislami.net

জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদ্‌রাসাতুল মদীনার ইত্যাদির পরিভাষা:

এর পরিবর্তে	এটা বলুন	এর পরিবর্তে	এটা বলুন
জামেয়া	জামেয়াতুল মদীনা	মাদ্‌রাসা	মাদ্‌রাসাতুল মদীনা
ইলমিয়া	মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবা	মাকতাবাতুল মদীনা
মনিটর	দরজায়ে যিম্মাদার	কিচেন	রান্নাঘর
পরীক্ষার রেজাল্ট	পরীক্ষার ফলাফল	ষ্টোর	গুদাম
জামেয়ার টাইম টেবল	জামেয়াতুল মদীনার জাদওয়াল	পুল টাইম জামেয়াতুল মদীনা	কুল ওয়াক্তী জামেয়াতুল মদীনা
এসেম্বলী হল	দোয়ায়ে মদীনা হলো	মুফতী কোর্স	তাখাস্‌সুস ফিল ফিকাহ
ক্লাস	দরজা	ইসেম্বলী	দোয়ায়ে মদীনা
চৌকিদার	দারোয়ান	তালিমী বোর্ড	মজলীশে তালীমি উমুর
বার্ষিক ছুটি	বার্ষিক ছুটি সমূহ	মাদ্‌রাসা অনলাইন	মাদ্‌সাতুল মদীনা অনলাইন
মাদ্‌রাসা বালেগান		মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বরায়ে বালেগান	

সম্পর্ক

এর পরিবর্তে	এটা বলুন	এর পরিবর্তে	এটা বলুন
স্ত্রী	বাচ্চার মা	শালী	বাচ্চার খালা
স্বামী	বাচ্চার বাবা	শাশুড়ী	বাচ্চার দাদী/ নানী
শালা	বাচ্চার মামা	ভগ্নিপতি	বাচ্চার খালা/ ফুফা
ননদ	বাচ্চার ফুফী	দেবর	বাচ্চার চাচা
ছেলেরা/ মেয়েরা	মাদানী মুন্না/ মুন্নীরা	শশুর	বাচ্চার দাদা/ নানা
বাচ্চা/ ছেলে	মাদানী মুন্না	বাচ্চী/ মুন্নী	মাদানী মুন্নী

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

	কুরআন শরীফ	আল্লাহ্ তাআলার কালাম	
	কিতাব	**লিখক/ সংকলক**	**প্রকাশনা**
১	কানযুল ঈমান	আ'লা হরযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত- ১৩৪০হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
২	খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযীল মুফতী নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী, ওফাত- ১৩৬৭হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩০হিঃ
৩	তাফসীরে বাগভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হোসাইন বিন মাসউদ ফারা বাগভী, ওফাত- ৫১৬হিঃ	পেশাওয়ার, ১৪৩১হিঃ
৪	সহীহ বোখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত- ২৫৬হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৮হিঃ
৫	সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হাসান মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত- ২৬১হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ইং
৬	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস সিজিস্তানী, ওফাত- ২৭৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৮হিঃ
৭	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত- ২৭৯হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ইং
৮	আল মুসনদ	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত- ২৪১হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৯হিঃ
৯	অল মু'জামুল আওসাত	হাফেজ সুলায়মান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত- ৩৬০হিঃ	দারুল ফিকির, আম্মান, ১৪২০হিঃ
১০	আল মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাঈন	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ হাকেম নিশাপূরী, ওফাত- ৪০৫হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৭হিঃ
১১	হিলয়াতুল আওলিয়া	হাফেজ আবু নঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্ ইসফাহানী শাফেয়ী, ওফাত- ৪৩০হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৭হিঃ
১২	আত্ তাবাকাতুল কুবরা	মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন মুনী হাশেমী, ওফাত- ২৩০হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১১হিঃ
১৩	নাওয়াদিরুল উসুল	আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান হাকীম তিরমিযী, ওফাত- ৩২০হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৩হিঃ
১৪	তাম্বিহুল গাফেলীন	ফকীহ আবুল লাইছ নছর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দি, ওফাত- ৩৭৩হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪৩০হিঃ

www.dawateislami.net

১৫	মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত- ৫০৫হিঃ	দারুল বাশায়িরুল ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
১৬	আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া	ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল বিন ওমর ইবনে কাছীর দামেশকী, ওফাত- ৪৭৭হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
১৭	তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর সুয়ূতী, ওফাত- ৯১১হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ইং
১৮	মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা মোল্লা আলী বিন সোলতান ক্বারী, ওফাত- ১০১৪হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৮হিঃ
১৯	যওকে নাত	মাওলানা হাসান রযা খাঁন কাদেরী, ওফাত- ১৩২৬হিঃ	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর, ১৪২৮হিঃ
২০	মিরাতুল মানাজিহ	মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত- ১৩৯১হিঃ	নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট
২১	মিরাতুল মানাজিহ	মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত- ১৩৯১হিঃ	মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, লাহোর
২২	হামারা ইসলাম	মুফতী মুহাম্মদ খলিল খাঁন বারকাতী, ১৪০৫হিঃ	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর, ১৪২৪হিঃ
২৩	ফয়যানে সুন্নাত	হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪২৮হিঃ
২৪	মাদানী পাঞ্জে সূরা	হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪২৯হিঃ
২৫	ওয়াসায়িলে বখশিশ	হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৬হিঃ
২৬	শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, য়িযায়ীয়া, আত্তারীয়া	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪২৯হিঃ
২৭	নেক বননে আওর বানানে কা তরিকা	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
২৮	ফয়যানে ফারুকে আযম	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৬হিঃ
২৯	মাদানী মুযাকারা, ১৫০ নম্বর	হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	অপ্রকশিত

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর আপনার শহরে সংগঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **আমার মাদানী উদ্দেশ্য:** "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktaba Tul Madina

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল
বাংলা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net